এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ জনকল্যাণ শিবিরে চারদিনে ৫৮ লক্ষের বেশি আবেদন: মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা হাইকোর্টের নতুন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ৩

কলকাতা ২০ জুন ২০২৬ ৬ আষাঢ় ১৪৩৩ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৬৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.06.2026, Vol.19, Issue No. 367, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

ব্রাজিল বনাম হাইতি
(ভারতীয় সময় ভোর ৬:০০)
তুরস্ক বনাম প্যারাগুয়ে
(ভারতীয় সময় সকাল ৮:৩০)
নেদারল্যান্ডস বনাম সুইডেন
(ভারতীয় সময় রাত ১০:৩০)

গতকালের ফলাফল

কানাডা-৬ কাতার- ০
মেক্সিকো-১ দ:কোরিয়া- ০

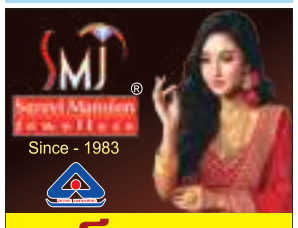

সুরভি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

দলীয় পদে ইস্তফা বালুর, মেয়র-হীন শিলিগুড়িও

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের সমস্ত পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘনিষ্ঠ' বালু। অন্য দিকে, শুক্রবারই শিলিগুড়ির মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা গৌতম দেব। পুর কমিশনারের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি।

দলের সমস্ত পদ ছাড়ার কারণ জানিয়ে শুক্রবার জ্যোতিপ্রিয় বলেন, 'আমার ৩৫০-এর উপর সুগার, কিডনি খারাপ হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় দলের কোনও কাজকর্মে আমি এখন যুক্ত থাকতে পারছি না। তাই সব পদ ছেড়ে দিলাম।' গত শনিবারই জ্যোতিপ্রিয়কে দলের কর্মসমিতির সদস্য করেছিল তৃণমূল। এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই দলের সমস্ত পদ ছেড়ে দিলেন তৃণমূলের প্রথম দিকের 'সৈনিক' জ্যোতিপ্রিয়। ইতিমধ্যেই তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

জ্যোতিপ্রিয়ের পদত্যাগ তৃণমূলের অনেককে বিস্মিত করলেও গৌতম যে মেয়র পদ ছাড়তে চলেছেন, তা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই জল্পনা চলছিল। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর বিভিন্ন পুরসভা এবং পুরনিগমের চেয়ারম্যান এবং মেয়রেরা পদত্যাগ করছেন। ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী। এ বার রাজ্যের আর এক পুরনিগম শিলিগুড়ির মেয়রও পদত্যাগ করলেন। অর্থাৎ, শিলিগুড়ির পুরবোর্ডও ভেঙে গেল।

পদত্যাগ করার পর সাংবাদিক বৈঠকে গৌতম বলেন, 'রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে। বর্তমান রাজ্য সরকারের সব কাজই আমি করেছি। তার পরেও আমার মনে হয়েছে কোথাও ছন্দপতন হচ্ছে। কোনও বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে এই পদ ছাড়ছি না। নতুন রাজ্য সরকারকে শুভেচ্ছা।' পদত্যাগ করার আগে দলকেও নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন গৌতম। গৌতমের ইস্তফা প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'উনি কী কারণে পদত্যাগ করেছেন, তা আমার জানা নেই। তবে শুনেছি মেয়র পারিষদদের সঙ্গে কিছু বিষয়ে মতানৈক্য ছিল। তবে এটুকু বলতে পারি, আমার পক্ষে ওঁকে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব ছিল, তা আমি করেছি।'

'দৌড় সে ধ্যানে' মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগে শুক্রবার কলকাতায় 'দৌড় সে ধ্যান' কর্মসূচির সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার সকালে কলকাতা পুরনিগম ভবন থেকে মহাকরণ পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার দীর্ঘ 'ম্যারাথন'-এ অংশ নেন তিনি। এইদিনের কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদব, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল, ক্রীড়াবিদ জ্যোতির্ময়ী শিকদার, বুলা চৌধুরী, লিয়েন্ডার পেজ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে পুরনিগমের পক্ষ থেকে কলকাতা জুড়ে ১১টি 'যোগা রান'-এর আয়োজন করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে শুক্রবারের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ম্যারাথনে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরাও অংশ নেন। এইদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যোগব্যায়াম শারীরিক সুস্থতা, মানসিক ভালো থাকা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার

প্রসারে একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।' তিনি সকলকে দৈনন্দিন জীবনে যোগব্যায়ামকে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান।

এছাড়াও নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ''ফিটনেস ও সুস্থতার লক্ষ্যে দৌড়চ্ছে 'সিটি অফ জয়'। 'সিটি অফ জয়, দৌড় থেকে ধ্যান ২০২৬' স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং সামগ্রিক সুস্থতার বার্তা বহন করছে।''

শুক্রবারের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসু এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, 'জনগণের স্বার্থে উন্নয়নমূলক কাজে আমরা সহযোগিতা করে যাব।' রাজ্য সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের জাতীয় পর্যায়ের মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার রেড রোডে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 'এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য-এর জন্য যোগ' থিমকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে যোগ শিবির, সচেতনতা কর্মসূচি এবং পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, যোগ দিবস উপলক্ষে শনিবার সন্ধ্যায় গঙ্গায় ৫০০ নৌকো নিয়ে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি ড্রোন শো-রও পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে শহরজুড়ে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে প্রশাসন। রবিবার যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে লক্ষাধিক মানুষের জন-সমাগমের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলেই সূত্রের খবর।

ওমের সঙ্গে সাক্ষাৎ অভিষেকের

বিদ্রোহীদের সাংসদ পদ খারিজের আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার দিল্লিতে লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি তৃণমূলের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদের সদস্যপদ বাতিলের দাবি জানান লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে। শুক্রবার দিল্লিতে অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি প্রতিটি সাংসদের বিরুদ্ধে আলাদা করে ২০টি আবেদনপত্র পেশ করেন।

তৃণমূল সূত্রের দাবি, সংশ্লিষ্ট সাংসদরা দলীয় প্রতীক ও জনসমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হলেও পরে অন্য রাজনৈতিক শিবিরে যোগ দিয়েছেন। সেই পদক্ষেপ দলত্যাগ বিরোধী আইনের পরিপন্থী বলেই আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টির পক্ষে বিভিন্ন আদালতের পূর্ববর্তী রায় এবং সাংবিধানিক ব্যাখ্যাও অধ্যক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর।

গত সপ্তাহে তৃণমূলের ২০ জন সাংসদ লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের নতুন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন। তাঁদের দাবি, লোকসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যাগত সমর্থন থাকায় দলীয় ভাঙনের বিধান তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদিও সেই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। অধ্যক্ষের সঙ্গে বৈঠকের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভোটারদের দেওয়া ম্যান্ডেট নিয়ে অন্য রাজনৈতিক অবস্থানে চলে যাওয়া গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী। তাঁর বক্তব্য, যদি সংশ্লিষ্ট সাংসদদের দল নিয়ে আপত্তি থেকেই থাকে, তবে তাঁরা পদত্যাগ করে নতুন করে ভোটে দাঁড়িয়ে জিতে আসুক।

একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক চাপ ও প্রলোভনের সামনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান বদল করানো হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, নির্বাচিত সরকার ও দল ভাঙার প্রবণতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য উদ্বেগের বিষয়। যদিও রাজনৈতিক মহলের এখন নজর লোকসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের দিকেই। কারণ, ২০ জন সাংসদের সদস্যপদ বহাল থাকবে নাকি দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা শুধু সংসদীয় অঙ্ক নয়,জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ নজির তৈরি করতে পারে বলেই দাবি রাজনৈতিক মহলের।

আদালত অবমাননায় নোটিস মমতা-অভিষেককে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছরের পর বছর ২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। গোটা রাজ্যের তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা ভিড় জমান। তার ফলে একটা সময় শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যানচলাচল প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। আদালতের নির্দেশিকা গ্রাহ্য না করে বছরের পর বছর শহিদ সমাবেশের আয়োজন করায় এবার মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিস দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

২১ জুলাইয়ের সভা

প্রসঙ্গত, সরকারি নির্দেশ অমান্য করে তৃণমূল প্রতি বছর একুশে জুলাই পালন করে। ধর্মতলার টিপু সুলতান মসজিদের সামনে বড় মঞ্চ তৈরি করে অনুষ্ঠান হয়। এই কর্মসূচিকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা আদালত অবমাননার মামলার শুনানি হয়। তাতে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপূর্ব সিন্‌হা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ তৃণমূল নেতৃত্বকে নোটিস পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০১৫ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চে একটি জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) দায়ের করা হয়েছিল। ২০১৮ সালে কলকাতা হাইকোর্ট সেই মামলায় রায় দেয়। সেই রায়ে জনসাধারণের চলাচলের পথ অবরোধ করে কোনও সভা বা মিছিল করা যাবে না বলে জানানো হয়।

তারকেশ্বর থেকে রেড রোড

বাংলায় দু'দিনের মেগা শো মোদীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ দিবস, কৃষি প্রকল্প, পিএম-কিষাণের টাকা, যুদ্ধজাহাজ উদ্বোধন ও আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, এক সফরে একাধিক বার্তা দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠনের পর প্রথমবার দু'দিনের সফরে আজ রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দু'দিনের সফরে হুগলির তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি রেড রোডে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। পাশাপাশি কৃষি, রেল, মৎস্য, পশুপালন ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার রাজ্যে পৌঁছে বিকেলে হুগলির তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মোদী। সেখানে তিনি প্রায় ৫৯০ কোটি টাকার রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। উদ্বোধন হবে হাওড়ার সাঁকরাইল-সাঁতরাগাছি লিঙ্ক লাইন প্রকল্পের। পাশাপাশি, হাওড়ায় ৩০০ শয্যার নতুন রেল হাসপাতাল এবং পূর্ব মেদিনীপুরের হাউর-রাধামোহনপুরের মধ্যে রেল ওভারব্রিজের শিলান্যাসও করবেন তিনি। একই মঞ্চ থেকে ৪৯টি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা প্রকল্পের উদ্বোধন হবে। ৩১৫ কিলোমিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের এই রাস্তা প্রকল্পগুলি গ্রামীণ যোগাযোগ

ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা।

মৎস্য ও পশুপালন ক্ষেত্রেও একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জে আধুনিক মৎস্যবন্দর, বীরভূমের সাঁইথিয়ায় আধুনিক মাছ বাজার এবং নদিয়ার হরিণঘাটায় পূর্ব ভারতের প্রথম ছাগলের বীর্য উৎপাদন গবেষণাগার ও সিমেন ব্যাঙ্ক চালু হবে তাঁর হাত ধরে। ২১ জুন সকালে কলকাতার রেড রোডে দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের জাতীয় অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেবেন মোদী। এ বছরের থিম 'ইয়োগা ফর হেলদি এজিং' বা সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ। হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাসে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি ভাষণও দেবেন তিনি।

২৪০০ কোটি

■ দেশের যুবসমাজের কর্মসংস্থানে গতি আনতে এবং নতুন চাকরিজীবীদের উৎসাহিত করতে শুক্রবার এক বড় পদক্ষেপ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী 'প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা'-এর অধীনে প্রায় ২,৪০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করেছেন। সরকারের এই সময়োপযোগী উদ্যোগে দেশজুড়ে প্রায় ১৫ লক্ষ নতুন কর্মী এবং নিয়োগকারী সংস্থা একযোগে উপকৃত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, দেশের যে সমস্ত তরুণ-তরুণী প্রথমবার আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন এবং সফলভাবে প্রথম ৬ মাস অতিক্রম করেছেন, তাদের অ্যাকাউন্টে এই অর্থ পাঠানো হয়েছে। এই যোজনার নিয়ম অনুযায়ী, নতুন কর্মীরা দুই কিস্তিতে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত সরকারি সাহায্য পাচ্ছেন। এর পাশাপাশি, নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে উৎসাহিত করতে নিয়োগকর্তা বা সংস্থাগুলিকেও প্রতি নতুন কর্মী পিছু মাসে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত ইনসেন্টিভ দেওয়া হচ্ছে।

তৃণমূলের অ্যাকাউন্টে লেনদেন বন্ধে পুলিশে ঋতর বিধায়করাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের অ্যাকাউন্টে লেনদেন বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়ে অরূপ বিশ্বাস বেসরকারি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি লেখার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আরও ১০ বিদ্রোহী বিধায়ক একই অভিযোগ জানালেন পুলিশের কাছে। বৃহস্পতিবারই দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক দলীয় বিধায়ক বিধাননগর পুলিশের সাইবার থানায় ওই একই বেসরকারি ব্যাঙ্কের তিনটি অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে অভিযোগ করেন। তিনি জানান, পদ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে বেআইনিভাবে পাওয়া অর্থ জমা রয়েছে ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টগুলিতে লেনদেন হয় বলেও। সঙ্গে অভিযোগপত্রে এও জানানো হয়, পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ না-করলে বেআইনি লেনদেনের তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ওই তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মালিক কে বা কারা, তার কোনও উল্লেখ অভিযোগপত্রে নেই। তবে কয়েক বছর আগে তৃণমূলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে যে তথ্য পেশ করা হয়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে, একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নামে। অন্য দু'টি অ্যাকাউন্টের একটি দলের ত্রিপুরা শাখা এবং অন্যটি দলের গোয়া শাখার নামে নথিভুক্ত।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার দাবিতে এক বেসরকারি ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল প্লাজা শাখায় চিঠি দেন অরূপ বিশ্বাস। আপাতত দলের তহবিলের অপব্যবহার রুখতে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আর্জিও জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'দলের মধ্যে ব্যাপক গন্ডগোল চলছে। সাংসদদের অনেকে দল ছেড়ে দিয়েছেন। আবার বিধায়কদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ফলে দলের কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে স্পষ্ট নয়। তাই এই অবস্থায় দলের অ্যাকাউন্টকে সুরক্ষিত রাখতে, সমস্ত লেনদেন বন্ধ রাখা হোক। না হলে জটিলতা তৈরি হতে পারে।' যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটের পর নতুন যে কমিটি গড়েছেন, সেই কমিটিতে কোষাধ্যক্ষ পদে অরূপের বদলে এনেছেন শুভাশিস চক্রবর্তীকে। ফলে অরূপ আদৌ তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নিজেকে দাবি করতে পারেন কিনা, সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, অরূপ দলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ৫ জুন সাংগঠনিক রদবদলে তাঁর বদলে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষ করা হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কের নিয়ম মেনে এখনও তাঁকে 'সিগনেটরি' বা আর্থিক লেনদেনে সই করার অধিকারী হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেয়নি দল। ফলে ব্যাঙ্কের কাছে খাতায়কলমে কোষাধ্যক্ষ এখনও অরূপ। দল যখন কার্যত ভেঙে গিয়েছে এবং দলের সাংগঠনিক শীর্ষকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে, তখন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের আর্থিক লেনদেন তাঁকে আইনি সমস্যায় ফেলতে পারে আন্দাজ করে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আর্জি জানান অরূপ।

আরজি করে এবার তলব বিনীতদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে তলব করে সিবিআই। তাঁর সঙ্গেই তলব করা হয় আইপিএস ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, অভিষেক গুপ্তকে। ইতিমধ্যে তৎকালীন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, তৎকালীন ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। শুক্রবার তাঁদের বেশ কয়েকঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। বেশ কিছু নথিও সংগ্রহ করা হয় বলেই সূত্রের খবর। তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকেও আগামী সপ্তাহে তলব করা হয়েছে। তিনজনের থেকে পাওয়া নথি খতিয়ে দেখা হবে বলেই খবর।

২০২৪ সালের অগস্ট মাসে আরজি করে যখন চিকিৎসক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল, তখন ইন্দিরা ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল)। অভিষেক ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডিসি (নর্থ)। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে ওই তিন জনকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করে। আরজি কর-কাণ্ডের সময় তাঁদের তিন জনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।

কখনও নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে বলা, কখনও 'ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য' সরবরাহ, কখনও বা হাসপাতালকে ঘিরে গড়ে ওঠা 'অসাধু চক্র'কে আড়ালের অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছে লালবাজার। উঠেছিল বিনীত, ইন্দিরাদের অপসারণের দাবিও। কিন্তু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সে সময় আন্দোলনকারী চিকিৎসক এবং নাগরিকদের দাবিতে আমল দেয়নি। পরে যদিও বিনীতকে কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদ থেকে অপসারণ করা হয়। তবে তাতে বিতর্ক থামেনি। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সিবিআই তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পরে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল ঘটনার সময় টালা থানার ওসি পদে থাকা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ মণ্ডলকে।

অন্যদিকে, আরজিকর মামলার তদন্তে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল -এর এক সদস্যকে সম্প্রতি অন্যত্র বদলি করা হয়। সেই প্রেক্ষাপটে আরজি কর হাসপাতালে সিবিআইয়ের সাত সদস্যের প্রতিনিধিদলের সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করেন পর্যবেক্ষকরা। এর পাশাপাশি তদন্তকারী আধিকারিকরা ওই রাতের ঘটনাপ্রবাহ খতিয়ে দেখছেন। কী ঘটেছিল সেই রাতে, কোন পর্যায়ে কার কী ভূমিকা ছিল এবং কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিশেষ নির্দেশ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিবিআই সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের বয়ান এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ মিলিয়ে গোটা ঘটনার টাইমলাইন পুনর্গঠন করার চেষ্টা চলছে। আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে নতুন করে এই তৎপরতা ঘিরে জোর চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে বলে সূত্রের ইঙ্গিত।

বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তর, ভাঙল অস্থায়ী সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার রাত থেকে একটানা ভারী বৃষ্টিতে ফের বিপর্যস্ত হল উত্তরবঙ্গ। শুক্রবার ভোরে কার্শিয়াং মহকুমার বালাসন (দুধিয়া) নদীর প্রবল স্রোতে ভেঙে যায় দুধিয়ার অস্থায়ী হিউম পাইপ সেতুর একটি অংশ। এর জেরে মিরিক-শিলিগুড়ি সড়কপথে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এর জেরে দুই এলাকার মধ্যে যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দুধিয়া সেতু তৈরিতে কাটমানি যোগ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হবে বলেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে সেকথা জানান তিনি।

তবে আপাতত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অস্থায়ী সেতু মেরামতির কাজ করাই লক্ষ্য রাজ্য সরকারের।

প্রশাসন সূত্রে জানান হয়েছে, বৃহস্পতিবার সারারাত ধরে প্রবল বৃষ্টির জন্য বালাসন নদীর জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যায়। ভোরের দিকে নদীর তীব্র স্রোতের চাপে ভেসে যায় অস্থায়ী ডাইভার্সনের অংশবিশেষ। একই সঙ্গে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কের কয়েকটি অংশেও ধস নামার খবর পাওয়া গিয়েছে। এই ঘটনার পরপরই জনপথ নির্মাণ দপ্তর-এর আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। দপ্তরের সূত্রে জানানো হয়েছে, জলস্তর স্বাভাবিক হলেই ক্ষতিগ্রস্ত অংশের পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। বর্তমান পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে মোতায়েন রয়েছে জেলা প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরাও। এই প্রসঙ্গে জনপথ নির্মাণ ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ অজয় কুমার পোদ্দার জানান, 'পরিস্থিতির উপর নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি চালানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখে রাস্তা দ্রুততার সঙ্গে ফের চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 18/06/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 567 নং এফিডেভিড বলে আমি Banani Roy, D/o. Swapan Roy, R/o. Berela, Pandua, Hooghly-712134, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Banani Roy, D/o. Swapan Roy নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Banu Sardar D/o. Swapan Sardar নামে সর্বত্র পরিচিত হইয়াছি এবং আমার সকল ডকুমেন্টে আমার নাম Banu Sardar D/o. Swapan Sardar লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Banu Sardar D/o. Swapan Sardar & Banani Roy, D/o. Swapan Roy, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 16/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14594 নং এফিডেভিড বলে আমি Sampa Dhali (correct name) ও Mayna Biswas (nick name) ও Sampa Biswas (maiden name) W/o. Uttam Dhali & D/o. Rabindra Biswas, Sex Female, correct D.O.B. 10.08.1983 এবং আমার পিতা Rabindra Biswas ও Jatish Das সাকিম নূতন চর কৃষ্ণবাটী, কৃষ্ণবাটীচর, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, পঃবঃ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত ২২/০৫/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 4482 নং এফিডেভিড বলে আমি, Salma Khatun W/o. Sekh Hasan, সাকিম পূর্ব নারায়ণপুর, জেজুর, হারিপাল, হুগলী, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sekh Anas) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. B-2020; 19-90149-002778, dated 30.09.2020, D.O.B. 19.08.2020) আমার/ পুত্রের মাতার সঠিক নাম Salma Khatun-এর পরিবর্তে Salma Begam লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমি/ পুত্রের মাতা Salma Khatun ও Salma Begam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত ২২/০৫/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 4521 নং এফিডেভিড বলে আমি, Parvin Khatun W/o. Nuruddin Mandal, সাকিম পূর্ব নারায়ণপুর, জেজুর, হারিপাল, হুগলী, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Nusrat Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. WB-BR-2015/20125/1/3583, dated 21.09.2015, D.O.B. 02.09.2015) আমার/ কন্যার মাতার সঠিক নাম Parvin Khatun-এর পরিবর্তে Parvin Begam লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমি/ কন্যার মাতা Parvin Khatun ও Parvin Begam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 15/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14396 নং এফিডেভিড বলে আমি Rina Sahani (correct name) ও Lakshmi Shaw (maiden name) D/o. Late Naresh Shaw, সাকিম 540/465, উত্তর গোরস্থান, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, পঃবঃ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৯.০৬.২০২৬ তারিখে একদিন পত্রিকায় শ্রী সুখময় দে এই বিজ্ঞপ্তিতে এ্যাডভোকেট Anup Mahata এর পরিবর্তে Arup Mahata এবং নিম্নে ক্রয় করি এর পরিবর্তে ক্রয় করেন পড়িতে হইবে।

NOTICE

That my client Kashi Nath Saha lost the Original Deed being Book No. I, CD/Volume No. 23, Pages from 4745 to 4768, and being No. 9029 for the year 2008 which was registered at A.D.S.R. Behala and Book No. I, CD/Volume No. 23, Pages from 4697 to 4720, and being No. 09033 for the year 2008 which was registered at A.D.S.R. Behala. GDE Lodged at Parnasree PS Vide GDE No.1560, Dated 15/06/2026.

If anyone has any objection contact me with relevant documents within 7 days. Thereafter no claim will be accepted.

Saheli Chakraborty
Advocate
Mobile: 7980288128

॥ আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমরা, শ্রী মনোজ রবি দাস, পিতা – মৃত বদ্রী রবি দাস ও শ্রীমত্যা গীতা দেবী রবি দাস, স্বামী – মৃত বদ্রী রবি দাস উভয়ের সাং – পাটুলি শিবতলা, পোঃ – আব্দালপুর, থানা – মধ্যমগ্রাম, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, কোল – ৭০০১৫৫, এর বাসিন্দা, উক্ত মৃত বদ্রী রবি দাস বিগত ইং ১৮ ই জুলাই ২০০৭ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০২৫৩৮ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল, ২৯ শে ডিসেম্বর ২০০৪ সালে S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০০৯৫৯ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার কমল বিশ্বাস, পিতা – মৃত অমূল্য চরণ বিশ্বাস এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিল৷ তাহার পূর্বে উক্ত জমি শ্রীমতি জয়ন্তী ব্যানার্জ্জী, স্বামী – শ্রী স্বপন ব্যানার্জ্জী বিগত ইং ৫ ই মে ২০০৪ সালে D.S.R.II বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০২৪৭৩ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল, ২৯ শে সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে D.S.R.II বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০০৬১১ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার কমল বিশ্বাস, পিতা – মৃত অমূল্য চরণ বিশ্বাস এর নিকট হইতে ও গায়েত্রী সরকার, স্বামী – মৃত স্বরাজ কুমার সরকার, বিগত ইং ৫ ই মে ২০০৪ সালে D.S.R.II বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০২৪৭২ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল, ২৯ শে সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে D.S.R.II বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০০৬১১ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার কমল বিশ্বাস, পিতা – মৃত অমূল্য চরণ বিশ্বাস এর নিকট হইতে উভয়ে ক্রয় করিয়াছিল যাহার মৌজা পাটুলি, জে.এল.নং ৫৪, R.S. ও L.R. দাগ ৮৭৮, বর্তমান L.R. খতিয়ান ১০০৷ উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2026/1503/14580 ও MN/2026/1503/14589 নং মিউটেশন কেস মূলে আমাদের নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি৷ উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন৷

মনোজ রবি দাস ও গীতা দেবী রবি দাস, গঙ্গানগর

॥ আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমরা, শ্রী সন্তু গোলদার, পিতা – শ্রী উত্তম গোলদার ও শ্রীমতি মিতালি গোলদার, পিতা – শ্রী সন্তু গোলদার উভয়ের সাং – রবীন্দ্রপল্লী, পোঃ – গঙ্গানগর, থানা – মধ্যমগ্রাম, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, কোল – ৭০০১৩২, এর বাসিন্দা, বিগত ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০০৩৮৮ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল, ১৯ শে এপ্রিল ২০২৩ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০২১৩৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার বাবলু সাউ, পিতা – মৃত গিরীজা সাউ এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি৷ যাহার মৌজা দাঁড়িয়ালা, জে.এল.নং ৫৫, R.S. ও L.R. দাগ ৭৯, বর্তমান L.R. খতিয়ান ২৪৯১৷ উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2026/1503/14490 ও MN/2026/1503/14499 নং মিউটেশন কেস মূলে আমাদের নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি৷ উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন৷

সন্তু গোলদার ও মিতালি গোলদার, গঙ্গানগর

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০শে জুন, শনিবার, ৫ই আষাঢ়। ষষ্ঠি তিথি। জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল, বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশাকাল, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : J / k নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন। দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ঞ্ঝ নামের মানুষের থেকে যে ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : S/ N নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন। জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : পরিবারের স্বজনদের চক্ষু শূল। সময় নেওয়া ভালো। অতীব সুখ থাকছে। কথা বলতে আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : অর্থ সম্পর্কীয় শুভ। বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : ঈশ্বর আপনার পাশে। পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(অরণ্য ষষ্ঠি। স্কন্ধ ষষ্ঠি তিথি। আচারবশত জামাই ষষ্ঠি।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বাগনানে বিজেপি কর্মীর পরিবারকে ৯ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, সিআইডি তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার বাগনানে বিজেপি কর্মী প্রশান্ত দে খুনের ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবে সিআইডি। একইসঙ্গে নিহত বিজেপি কর্মীর পরিবারকে মোট ৯ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যের ঘোষণাও করেন তিনি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকা এবং মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে মৃতের পরিবারকে বলেই নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে। এছাড়াও নিহতের স্ত্রী সোমা দে চাইলে তাঁকে সরকারি চাকরির সুযোগ করে দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার গভীর রাতে বাগনানের সন্তোষপুর এলাকায় খুন হন বিজেপি কর্মী প্রশান্ত দে। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হামলাতেই মৃত্যু হয়েছে প্রশান্তের। এই হামলায় আরও কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হন এবং তাঁরা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলেই স্থানীয় সূত্রের খবর।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে প্রশাসনের উপর আস্থা রাখতে হবে। যে কোনও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন। প্রশান্ত দে খুনের ঘটনায় সিআইডি তদন্ত এবং সরকারের ক্ষতিপূরণের ঘোষণাকে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে।

ফলতায় পুলিশ-কেন্দ্রীয় বাহিনী উপর হামলার ঘটনায় কড়া ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফলতার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর হামলার ঘটনায় রাজ্য সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে শুধু গ্রেপ্তার নয় সম্পত্তি ও বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন। নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ভিডিও ফুটেজ ও অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে আরও অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। ঘটনায় ফলতা থানায় তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যেই ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন বিচারবিভাগীয় হেপাজতে এবং ১২ জন পুলিশ হেপাজতে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর হামলার অভিযোগে বিশেষ আইনের ধারাও যুক্ত করা হয়েছে।

ফলতার ঘটনার প্রসঙ্গ টেনেই রাজ্যবাসীকে সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে মানুষ যেন সরাসরি প্রশাসন ও পুলিশের দ্বারস্থ হন। কোনও অবস্থাতেই আইন হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয়।

অন্যদিকে হাওড়ার বাগনানে বিজেপি কর্মী প্রশান্ত দে-র খুনের তদন্ত সিআইডির হাতে তুলে দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই আট জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে খুন-সহ একাধিক জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। নিহতের পরিবারকে ইতিমধ্যেই ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে আরও ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। আহতদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্বও রাজ্য সরকার নিয়েছে।

উল্লেখ্য, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মফিজুল ইসলাম খানের বিরুদ্ধে কাটমানি, সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি এবং প্রকৃত উপভোক্তাদের বঞ্চিত করার অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার জেরে হামলার ঘটনায় বিজেপি সমর্থক প্রশান্ত দে নিহত হন এবং আরও কয়েক জন গুরুতর জখম হন।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে পুলিশের উপর ভরসা রাখুন। সরকার ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু কেউ নিজেরা বিচার করতে যাবেন না। খুনের ঘটনায় এই সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকার কোনও রকম আপস করবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর ‘বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা’ চালু, দক্ষতা বৃদ্ধিতে জোর দাবি উমেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দেশের যুবকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে শুক্রবার ‘প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা’-র উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লিতে আয়োজিত এক সরকারি অনুষ্ঠানে প্রকল্পের সূচনা করেন তিনি। সেই অনুষ্ঠান ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয় হাওড়ার শরৎ সদনেও।

হাওড়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। তিনি বলেন, দেশের অন্যতম বড় সমস্যা বেকারত্ব। সেই সমস্যা মোকাবিলায় কেন্দ্রের এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাঁর দাবি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগী এবং চাকরিপ্রার্থী উভয় পক্ষই উপকৃত হবেন।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন শিল্প ও উৎপাদন ক্ষেত্রে যুবকদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের ছয় মাসের জন্য মাসিক ১৫ হাজার টাকা করে ভাতা দেবে। এর ফলে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় তারা কিছুটা আর্থিক সুরাহা পাবেন। এছাড়াও শিল্প সংস্থাগুলিও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে করতে উৎসাহিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর আরও দাবি, শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরি করা এবং যুবসমাজকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত করাই এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। রাজ্য সরকারের আশা রাখে এই উদ্যোগের ফলে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি কমবে এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করল দেশের অন্যতম মোবাইল ফোন নির্মাতা সংস্থা লাভা। অনুষ্ঠানে সংস্থার নতুন স্মার্টফোন সিরিজ, ফাইভ-জি প্রযুক্তি এবং গ্রাহক পরিষেবার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে ফোন খারাপ হলে বাড়িতে গিয়ে পরিষেবা দেওয়ার সুবিধার কথা জানিয়ে গ্রাহকদের জন্য দ্রুত ও সহজ সমাধানের আশ্বাস দেয় লাভা। পাশাপাশি পূর্ব ভারতে ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছনোর পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরে সংস্থা। উপস্থিত ছিলেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।

শুক্রবার কলকাতার সল্টলেকের ইএসআইসি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার সুবিধাভোগীদের জন্য প্রণোদনা বিতরণ কর্মসূচিতে ভার্চুয়ালি যোগদান করলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং।

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ১২ তম পর্যটন মেলার উদ্বোধন করলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। *ছবি: অদিতি সাহা*

শিল্প চাই, আগে রাস্তা-বাসের হাল ফেরাতে হবে!
সিআইআই মঞ্চে পরিবহণ ব্যবস্থার দুর্বলতা স্বীকার অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলায় শিল্পায়নের নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে বিজেপি সরকার। কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা যে পরিবহণ ও লজিস্টিক পরিকাঠামো, তা কার্যত স্বীকার করে নিলেন রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং।

শুক্রবার বণিকসভা সিআইআই-এর এক অনুষ্ঠানে শিল্পমহলের প্রতিনিধিদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্জুন বলেন, পরিবহণ ও লজিস্টিক ব্যবস্থার নানা সমস্যার সমাধানে ইতিমধ্যেই তিন মাসের একটি নির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে সেই কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে দিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, মানুষের সবচেয়ে বড় চাহিদাগুলির একটি হল গণপরিবহণ। বাসে উঠতে চাইছেন মানুষ, কিন্তু বাস নেই। প্রায় ৪০০ বাস নির্ধারিত সময়ের আগেই বাতিল করতে হচ্ছে। এই অব্যবস্থাকে ব্যবস্থার মধ্যে আনতেই রোডম্যাপ তৈরি হয়েছে।

শিল্পমহলের সঙ্গে আলোচনায় অর্জুনের দাবি, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে লজিস্টিক ও পরিবহণ ক্ষেত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের অভাব ছিল। ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও নানা সমস্যা তৈরি হয়েছে, সেই পরিস্থিতি বদলাতে চায় বর্তমান সরকার।

সিআইআই-এর মঞ্চে শিল্পপতিদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেছি। পরিবহণ ও লজিস্টিক খাতের মধ্যে আরও কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য কাজ করছি। শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অর্জুনের বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম। তাঁর দাবি, দু’জনের নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় রাজ্যের উন্নয়নের জন্য একটি সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। বিজেপির নির্বাচনী ‘সংকল্প পত্র’-এ দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সরকার বদ্ধপরিকর।

তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, শিল্পায়নের কথা বললেও অর্জুনের বক্তব্যে উঠে এসেছে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থার দীর্ঘদিনের সঙ্কটের ছবিও। বাসের ঘাটতি, লজিস্টিক জটিলতা এবং পরিকাঠামোগত দুর্বলতার কথা স্বীকার করে নেওয়া কার্যত সরকারের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছে। এখন দেখার, তিন মাসের রোডম্যাপ কতটা বাস্তবায়িত হয় এবং শিল্পবান্ধব রাজ্যের প্রতিশ্রুতি কত দ্রুত মাটিতে নামাতে পারে বিজেপি সরকার।

নালায় ডুবে চার বছরের শিশুর মৃত্যু, বিক্ষোভ ক্ষুব্ধ জনতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুরদুয়ার: হাসিমারার চৌপথি এলাকায় একটি নালায় ডুবে রিমা ওঁরাও নামে চার বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, মৃত শিশুটি কাছের একটি চা বাগান এলাকার বাসিন্দা ছিল। শুক্রবার সকালে নাগাড়ে বৃষ্টির কারণে এলাকার ‘ভোলা নালা’-র জলস্তর অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। সেই সময় শিশুটির মা তাকে রাস্তার পাশে বসিয়ে রেখে নিজের মাকে নালা পার করাতে গিয়েছিলেন। ঠিক তখনই শিশুটি পা পিছলে নালার তীব্র স্রোতে পড়ে গিয়ে তলিয়ে যায়।

দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র একটি দল পাশের সাতালি চা বাগান এলাকা থেকে শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এই ঘটনার পর গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার প্রতিবাদে এবং ক্ষোভে ফেটে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে জোরদার বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁরা ভুটানগামী প্রধান সড়কটি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দেন। বিক্ষোভকারীদের সাফ দাবি, যতক্ষণ না ওই এলাকার অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁদের এই আন্দোলন ও বিক্ষোভ জারি থাকবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ কড়া নজরদারি চালাচ্ছে।

জলশক্তি বিষয়ক বিশেষ অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলাকাতা: শুক্রবার মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে তাজ বেঙ্গলে কেন্দ্রীয় সরকার জল শক্তি মন্ত্রকের মন্ত্রী সি আর পাতিল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগর উন্নয়ন ও পুর বিষয়ক মন্ত্রকের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলের সঙ্গে একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করে। এদিন ছিলেন জল শক্তি মন্ত্রকের পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিভাগের সচিব অশোক কুমার কে মীনা। অধিবেশনের বিষয় ছিল ভারতে জল সংরক্ষণ প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান। এদিন সিআর পাতিল বলেন, কেন্দ্র যত প্রকল্পই হাতে নিক না কেন, মূলধন কোনও বাধা নয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে জল সংরক্ষণ কাঠামো তৈরি করে জল সংরক্ষণ করা সকলের কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্র জল সংরক্ষণ প্রকল্প নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণ মূলধন বরাদ্দ করেছে।

এদিন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল বলেন, বৃহৎ পরিসরে জল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভারত একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে। দ্রুত নগরায়নের কারণে জলাশয়গুলির উপর চাপ বাড়ছে। ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের সুরক্ষা নিশ্চিত না হলে স্মার্ট সিটি তৈরি করা সম্ভব নয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুর কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২০ জুন ২০২৬, ৬ আষাঢ় ১৪৩৩, শনিবার

জনকল্যাণ শিবিরে চারদিনে ৫৮ লক্ষের বেশি আবেদন: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের জনকল্যাণ শিবিরে চার দিনে ৫৮ লক্ষেরও বেশি মানুষ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। প্রকল্পগুলি সম্পর্কে তথ্য জানতে এসেছেন আরও ৭০ লক্ষের বেশি মানুষ। শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, জনকল্যাণ শিবির কোনও নতুন ধারণা নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির আদলে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সেবাই কর্ম, সেবাই ধর্ম'

দর্শনকে সামনে রেখেই আমরা এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছি।

নবান্ন সূত্রের দাবি, চারদিনে রাজ্য জুড়ে মোট ৪,০৯৪টি জনকল্যাণ শিবির হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১,০২৯টি করে শিবির আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমে তিন দিনের কর্মসূচি থাকলেও পরে এক দিন বাড়ানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সিসিটিভি ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন ভাতা ও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য মোট ৫৮ লক্ষ ১৭ হাজার ১৯ জন নাম নথিভুক্ত করেছেন। অন্যদিকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে জানতে বা তথ্য সংগ্রহ করতে শিবিরে এসেছেন ৭০ লক্ষ ৮১ হাজার ১৭৭ জন।

তবে কর্মসূচির মাঝেই একটি বিতর্কও সামনে আসে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কিছু জায়গায় বার্ধক্যভাতা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের আবেদনপত্রে 'জয় বাংলা' লেখা ছিল। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসার পর সংশ্লিষ্ট ফর্ম ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই কারণেই কয়েকটি এলাকায় শিবিরের সময়সীমা এক দিন বাড়ানো হয়েছিল বলে জানান তিনি। পাশাপাশি প্রশাসনের নতুন অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বর্তমানে সরকারের হেল্পলাইন ব্যবস্থায় প্রতিদিন গড়ে ৭০ থেকে ৮০ হাজার ফোন আসছে। অভিযোগ ও আবেদন গ্রহণ করে তার নিষ্পত্তিরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কলকাতা হাইকোর্টের নতুন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন তপোব্রত চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের নতুন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। শনিবার থেকেই দায়িত্ব নেবেন তিনি। কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের কার্যকালের মেয়াদ শনিবার শেষ হচ্ছে। তিনি অবসর নেওয়ার পর বিচারপতি চক্রবর্তী দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তাঁকে নতুন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করেছেন রাষ্ট্রপতি।

১৯৬৬ সালে জন্ম বিচারপতি চক্রবর্তীর। ১৯৯১ সালে আইনজীবী হিসাবে তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়। ২২ বছর কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী

হিসাবে প্র্যাকটিস করেছেন বিচারপতি চক্রবর্তী। ২০১৩ সালে বিচারপতি হন। হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে তাঁকে নিয়োগ করা হয় ২০১৬ সালে। এবার প্রধান বিচারপতির চেয়ারে বসতে চলেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বিচারপতি চক্রবর্তীর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্রের আইন মন্ত্রক। তাতে বলা হয়েছে, 'ভারতীয় সংবিধানের ২২৩ নম্বর ধারায় প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করলেন রাষ্ট্রপতি। ২০ জুন বিচারপতি সুজয় পালের অবসরগ্রহণের পর তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।' হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অবসর নিলে সাধারণত বয়ঃজ্যেষ্ঠ বিচারপতিকেই প্রধানের পদে নিয়োগ করা হয়।

নারা লোকেশের সঙ্গে বৈঠক, বাংলার ঐতিহ্যের উপহার তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্য নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী নারা লোকেশের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে নারা লোকেশকে বাংলার দুটি ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম উপহার দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে জানান হয়েছে, উপহারের মধ্যে ছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর ষড়ভুজ রূপের পটচিত্র এবং শোলাপিঠের তৈরি একটি ঐতিহাসিক নৌকো। বৃহস্পতিবারের বৈঠকের পর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুই রাজ্যের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই সৌজন্য বিনিময়।

মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, পশ্চিমবঙ্গের তমলুক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মছলিপত্তনমের মধ্যে প্রাচীন সামুদ্রিক বাণিজ্যের ইতিহাস দুই অঞ্চলের সম্পর্ককে আজও স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবেই শোলাপিঠের নৌকোটি উপহার দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎমুখী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলাই এই বৈঠকের অন্যতম লক্ষ্য। এইদিনের বৈঠকে রাজ্যে শিল্প, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দুই রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনাও আলোচনা হয়েছে বলেই নবান্ন সূত্রের খবর। রাজ্য সরকারের দাবি, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আন্তঃরাজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশাসনিক সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করাই বর্তমান উদ্যোগগুলির মূল লক্ষ্য।

শুক্রবারের টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন মহাত্মা গান্ধি রোড। ছবি: অদিতি সাহা

ঐতিহাসিক পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের ডাক শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের ডাক দিয়ে রাজ্যের ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের প্রশ্নকে সামনে আনলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত ইতিহাস, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং অস্তিত্ব রক্ষার গৌরবময় অধ্যায় তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ।

নিজের পোস্টে শমীক আরও লেখেন, ২০ জুন কেবল ক্যালেন্ডারের একটি দিন নয়। এটি পশ্চিমবঙ্গের আত্মমর্যাদা রক্ষার দিন, পশ্চিমবঙ্গকে বিভাজনের অন্ধকার থেকে রক্ষা করার জন্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কঠোর অবস্থান ও অদম্য সংকল্পের দিন।

বিজেপির তরফে দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করা হয়ে আসছে, দেশভাগের সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ও রাজনৈতিক চাপের ফলেই বাংলা সম্পূর্ণভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হিসেবে টিকে থাকে। সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকেই এবার আরও জোরালোভাবে সামনে আনতে চাইছে রাজ্য গেরুয়া শিবির। নিজের পোস্টে বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরে শমীক আরও বলেন, যে বাংলা আমাদের ভাষা দিয়েছে, সংস্কৃতি দিয়েছে, আত্মপরিচয়ের গর্ব দিয়েছে, সেই বাংলার ইতিহাসকে আর বিকৃত হতে দেব না।

পাশাপাশি হুগলির তারকেশ্বরে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের মানুষকে উপস্থিত থাকার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিহাস ও বাঙালি আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান আরও স্পষ্ট করতেই বিজেপি 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'কে বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে তুলে ধরছে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি ও দেশভাগের ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যাখ্যা ও অবস্থান ভিন্ন হওয়ায় এই ইস্যু নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসতে চলেছে বলেই রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

সম্পাদকীয়

সতর্ক, সক্রিয় পুলিশ-প্রশাসন, কেন্দ্রীয় বাহিনী কমিয়ে সঠিক পথেই রাজ্য

ধীরে ধীরে ক্রমেই স্বাভাবিক হচ্ছে রাজ্যের ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি। ভোট পরবর্তী হিংসা সেভাবে মাথা তুলতে পারেনি। ২০১৬ ও ২০২১-এ যে হিংসার সাক্ষী হয়েছিল বাংলা, এবার তা অনুপস্থিত। কারণ, রাজ্যে অপরাধীরা এই কয়েকদিনেই বুঝে গিয়েছে, রাজ্যে একটা সরকার রয়েছে। রয়েছে একটা সদাসতর্ক ও সক্রিয় পুলিশ, প্রশাসন। এখানে তোষণ নয়, রয়েছে আইনের শাসন। সেই রকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে এবার রাজ্যে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। ভোট পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে চলতি সপ্তাহে। নির্বাচন।পরবর্তী সম্ভাব্য হিংসা ও অশান্তির মোকাবিলার জন্য এতদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল। এই সপ্তাহ থেকে সেই সংখ্যা কমিয়ে ১৫০ কোম্পানি করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় আপাতত গোটা রাজ্যজুড়ে এই ১৫০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে। তারমধ্যে কলকাতার জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে ১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, আর হাওড়ার জন্য ৬ কোম্পানি। বাকিটা গোটা রাজ্যের জন্য। এখানেই শেষ নয়, বাহিনী প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে নবান্ন থেকেও। প্রশাসনিক মূল্যায়ন বলছে, ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার আর কোনও যুক্তিই নেই। তবে সংবেদনশীল এলাকা এবং রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর জেলাগুলি আরও কিছুদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে থাকবে। পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তারা। তবে কমানো হলেও যখনই প্রয়োজনে পড়বে তখনই ফের বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে গোটা ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা ভারসাম্য রাখা হয়েছে সেটা পরিষ্কার। আর কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা মানে রাজ্যের কোষাগারে বাড়তি চাপ পড়া, ফলে সবমিলিয়ে এটাই একদম সঠিক সিদ্ধান্ত।

শব্দছক ১৯৪ — রবি দাস

১		২	■	৩			৪
	■	৫			■	■	
■	৬		■	৭		৮	
	৯			■	■		■
		■	■	১০	১১		
১২			১৩	■	১৪		
	■	■	১৫			■	১৬
১৭				■	১৮		

পাশাপাশি: ১. বাধাহীন ৩. ফিসফিসিয়ে কথা বলা ৫. নতুন ৬. বোকাহাঁদা ৭. ননি ১০. চারিত্রিক বৈশিষ্ট ১২. রোজ-রোজ ১৪. শ্রীকৃষ্ণের বাণী-সম্বলিত ধর্ম-পুস্তক ১৫. আটাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য ১৭. সবসময় হাসিমুখ ১৮. গূঢ় গোপন তথ্য

ওপর-নিচ: ১. শত্রু ২. বড়লোক ৩. উদ্যান ৪. মৃত ৬. কথিত হস্তী-মস্তকের মণি ৮. নিঃশব্দতা ১১. অংশীদার ১২. প্রচেষ্টা ১৩. নমস্কার গ্রহণের যোগ্য ১৬. হাসি

সমাধান ১৯৩ — পাশাপাশি: ১. অতীত ৩. পাণিপথ ৬. পরখ ৭. দম ৮. সাধন ১০. পাব ১২. নম ১৩. সুখাদক ১৫. কথাকলি ১৭. দশা ২০. মর্ম ২১. সম্বল ২২. রোদ ২৪. কান্তার ২৫. পরপার ২৬. বহন

ওপর-নিচ: ১. অবসান ২. তপন ৩. পাখপাখালি ৪. পদ ৫. থমক ৯. ধমক ১১. রদ ১৩. সুকর্মকার১৪. কদম্ব ১৬. থাম ১৮. শালবন ১৯. আরোপ ২১. সরব ২৩. দর

আজকের দিন

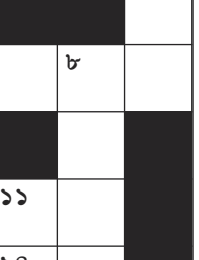

■ **১৯৬৩** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে হটলাইন টেলিটাইপ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **১৯৭৫** — পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গের কিংবদন্তী থ্রিলার জস প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়।

■ **১৯৯১** — জার্মান সংসদ (বুন্ডেসটাগ) সরকার ও সংসদের আসন বন থেকে বার্লিনে পুনরায় স্থানান্তরের পক্ষে ভোট দেয়।

জন্মদিন

১৯৫৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মণিরত্নমের জন্মদিন।*

১৯৮০ *বিশিষ্ট তিরন্দাজ দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহার জন্মদিন।*

সোনাক্ষী সিনহা

মূল মঞ্চে গৈরিক ছোঁয়া

‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ উপলক্ষে আজ তারকেশ্বরে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান-সভা

থাইল্যান্ড, তামিলনাড়ুর বাহারি ফুলে সাজল মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে রয়েছে গৈরিক ছোঁয়া। থাইল্যান্ড থেকে আনা হয়েছে অ্যান্থুরিয়াম। তামিলনাড়ুর উটি থেকে আনা হয়েছে জারবেরা, লিলি। ফুলের সম্ভার দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে মঞ্চ। সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বাংলা। ২০ জুন, তারকেশ্বরের মাটিতে উদযাপিত হতে চলেছে ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস।’ সেই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। মঞ্চ সজ্জার শিল্পীরা দুর্যোগকে উপেক্ষা করে কাজ করে চলেছেন। শুক্রবার অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী মন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দার, বিধায়ক সন্তু পান, দীপাঞ্জন গুহ। উপস্থিত ছিলেন একাধিক জনপ্রতিনিধি ও জেলা প্রশাসনের কর্তারা। তারকেশ্বর বৈদ্যবাটি ১২ নম্বর রোডের পাশে বালিগড়ি মাঠে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মূল অনুষ্ঠান হবে। তার জন্য পাঁচটি হ্যাঙার টাঙানো হয়েছে। পাশেই হয়েছে হেলি প্যাড। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদী, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য মন্ত্রী ও আধিকারিক উপস্থিত থাকবেন। প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলের দু’পাশে আরও দু’টি করে হ্যাঙ্গার অর্থাৎ মোট ৫টি হ্যাঙ্গার করা হয়েছে। পাশাপাশি কলকাতার পুরোনো দিনের হলুদ ট্যাক্সি, হাতে টানা রিক্সা, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বেলুড় মঠ, মাটির দ্রব্য তৈরির কারিগর-সহ একাধিক ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা ও বাংলার একাধিক সংস্কৃতির ছবি লাগানো হয়েছে সভাস্থলের চারিদিকে। চলছে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেকিং। বিভিন্ন রকমের ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে মঞ্চ। তমলুক থেকে ২৬ জন ফুলের কারিগর মঞ্চ সাজিয়ে তোলার কাজ করছেন গত কয়েকদিন ধরে। থাইল্যান্ড, উটি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনা হয়েছে হরেক রকমের ফুল। একজন শিল্পী বলেন, ‘২৬ রাজনৈতিক পালাবদলের পরে এই প্রথম রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর বড় অনুষ্ঠান। আমরা ফুলের সাজসজ্জা করার জন্য এসেছি। খুবই আনন্দিত।’ আরেক শিল্পী বলেন, ‘আমরা তমলুক থেকে এসেছি। অনেক রকমের ফুল দিয়ে আমরা স্টেজ সাজাচ্ছি। এ বার নতুন সরকার। তাই স্পেশাল ভাবে সাজানো হচ্ছে।’ শুক্রবার সকাল থেকে তুমুল বৃষ্টি শুরু হওয়ায় কাজে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটে। জলমগ্ন হয়ে পড়ে অনুষ্ঠানের মাঠ। দ্রুত জল নামানোর কাজ শুরু হয়। চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, ‘পূর্ত দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর, দমকল-সহ সব দপ্তরের লোকজন কাজ করছে। জল বের করার জন্য পাম্প বসানো হয়েছে। বালি, স্টোন চিপসের গুঁড়ো ফেলা হচ্ছে। বালির ব্যাগ আনা হচ্ছে। সবাই মিলে দিন রাত কাজ করছে।’ বিধায়ক সন্তু পান বলেন, ‘প্রতিকূলতা আছে, থাকবেও। কিন্তু সেটা কী ভাবে জয় করা যায় সেটা আমরা জানি। দুই লক্ষের বেশি মানুষের সমাগম হবে।’

হাসপাতাল চত্বরে বস্তাবন্দি বৃদ্ধের দেহাংশ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: হাসপাতাল চত্বরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া খালের মধ্যে থেকে নিখোঁজ বৃদ্ধের বস্তাবন্দি টুকরো টুকরো দেহাংশ উদ্ধার করলো পুলিশ। খুনের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা। পরিবারের প্রাথমিক অনুমান, ব্যবসায়ী সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের জন্য খুন। সন্দেহজনক একব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। বছর ৬৫ এর ওই মৃত বৃদ্ধের নাম বরুণ বৈদ্য। দেহটি উদ্ধার হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার বসিরহাট জেলা হাসপাতালের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া শুরু খালের জল থেকে। খালের জলে বস্তাটি ভাসতে দেখে এলাকার মানুষের সন্দেহ হয়। কৌতুহলবসত বস্তার মুখ খুলতেই এলাকার মানুষ দেখতে পায় বরুন বৈদ্যর দেহ বস্তাবন্দী অবস্থায়। এরপরে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে বরুণ বৈদ্যর বাড়ি বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পিছনে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বরুণ বৈদ্যর কোনরকম খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় তার পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করেছে এমন কি থানাতেও নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেছে। কিন্তু রাতভোর তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। শুক্রবার সকাল থেকেও তাঁর পরিবার-সহ এলাকার মানুষ বিভিন্ন জায়গায় বৃদ্ধে খোঁজাখুঁজি করছিল। এরপর হঠাৎই বসিরহাট জেলা হাসপাতালের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া সরু খালের ভেতরে বস্তা ভাসতে দেখে এলাকার মানুষ। সেই বস্তা ঘাটে এনে খুলতেই বরুণ বৈদ্যর দেহ দেখতে পায় এলাকার মানুষ। এই নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। কে? বা কারা? কেন খুন করল বৃদ্ধ বরুণ বৈদ্যকে সেই নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে এলাকায়। তবে মৃতের ছেলে অরূপ বৈদ্যের দাবি, ‘বাবা ভাত খেতে বসেছিল যে সময় কেউ একজন ফোন করে ডেকে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে খুন করে। আমাদের সন্দেহ প্রতিবেশী অনন্ত বিশ্বাস এই খুন করেছে। আমরা চাই পুলিশ সঠিক তদন্ত করে খুনির কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করুক।’ পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

‘সরকারি কলেজ নাকি টিএমসিপির দখলদারি ঘাঁটি’?

এবিভিপির বিস্ফোরক অভিযোগে রণক্ষেত্র দুর্গাপুর, নামল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সরকারি মহাবিদ্যালয় কি শিক্ষার পীঠস্থান, নাকি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) ‘দখলদারি আড্ডাখানা’? এই প্রশ্ন তুলে সরব হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। তাদের বিস্ফোরক অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয় চত্বরে এবিভিপি ও টিএমসিপি সমর্থক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তুমুল বচসা বাধে। মুহূর্তের মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কলেজ চত্বর। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এবিভিপির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই কলেজে ‘থ্রেট কালচার’, দাদাগিরি এবং নানা অসামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিবেশকে কলুষিত করে তুলেছে টিএমসিপির একাংশ। রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও কলেজ ক্যাম্পাসে এখনও টিএমসিপির প্রভাব অটুট রয়েছে বলেও দাবি তাদের। সেই অভিযোগের প্রতিবাদ জানাতেই এদিন কর্মসূচিতে নামে এবিভিপি। অন্যদিকে, এবিভিপির দাবি, তাদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে

বাধা দেওয়া হয় এবং কর্মীদের উপর হামলারও চেষ্টা করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়, যা ঘিরে কলেজ চত্বরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও অভিযোগের বিষয়ে টিএমসিপির তরফে পাল্টা প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র রাজনীতির উত্তাপ ফের একবার শিরোনামে উঠে এল দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা বজায় রয়েছে।

কর্নাটক থেকে গ্রেপ্তার তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কর্ণাটক থেকে গ্রেপ্তার হলেন তারকেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়, রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে ভিন রাজ্যে গা ঢাকা দিয়েও শেষ রক্ষা হলো না। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। রামেন্দুর সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরামবাগ সংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি দিব্যেন্দু বেরাকে। ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই এলাকায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না রামেন্দু সিংহ রায়কে। তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল পুলিশ। তৃণমূলের তারকেশ্বরের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন রামেন্দু। ধনিয়াখালি বিধানসভা কেন্দ্রের কোটালপুর এলাকার বাসিন্দা তিনি। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে তারকেশ্বর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের রামেন্দু সিংহ রায়। এ বারের নির্বাচনেও তাঁকে প্রার্থী করেছিল দল। বিজেপি প্রার্থী সন্তু পানের কাছে হেরে যান রামেন্দু।

১১ জুন ধনিয়াখালির কোটালপুর এলাকায় তাঁর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে উদ্ধার হয় ত্রাণের সামগ্রী। ধনিয়াখালি থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকে পলাতক ছিলেন রামেন্দু। সূত্রের খবর, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি ত্রাণ চুরি, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সূত্রের খবর, কর্ণাটক থেকে নিয়ে আসার পরে তাঁদের চুঁচুড়া আদালতে হাজির করানো হবে। যদিও স্থানীয় পুলিশ এই ব্যাপারে এখনও কিছু জানায়নি। কয়েকদিন আগে কেরালা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দীকে।

রাস্তা-জল-বিদ্যুতের দাবিতে কাউন্সিলরের বাড়ি ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শুক্রবার সকালে আসানসোল পুরনিগমের জামুড়িয়ার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও নিকাশি সমস্যার প্রতিবাদে ওয়ার্ড কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ সুব্রত অধিকারী (রানা অধিকারী)-র বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে বহু মানুষ এই বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভ চলাকালীন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে স্লোগানও তোলা হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ভোটের আগে এলাকার উন্নয়ন ও পরিষেবা উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এখনও রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও নিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। একাধিকবার জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও কোনও ফল মেলেনি বলেই দাবি তাঁদের। তবে বিক্ষোভের সময় সুব্রত অধিকারী বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী শিল্পী অধিকারী জানান, কাউন্সিলর বাড়ি ফিরলে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার বিষয়টি শুনবেন। এবিষয়ে কাউন্সিলরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দুর্গাপুরে ‘রান ফর যোগা’ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে দুর্গাপুর পুরসভা, আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ (এডিডিএ) এবং আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের যৌথ উদ্যোগে, দুর্গাপুর মহকুমা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় শুক্রবার সকালে অনুষ্ঠিত হল ‘রান ফর যোগা’ কর্মসূচি। এদিন দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে এডিডিএ ভবনের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে আয়োজিত যোগাভ্যাস কর্মসূচিতে দুর্গাপুর পুরসভা ও এডিডিএ-র আধিকারিকদের পাশাপাশি দুই বিধায়কের প্রতিনিধিরা এবং বিভিন্ন বয়সের বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। দুর্গাপুর পুরসভার কমিশনার আবুল

কালাম আজাদ জানান, আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি পালিত হবে। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে দুর্গাপুর পুরসভাও সক্রিয়ভাবে যোগ দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে দুর্গাপুরের সিধু-কানু ইন্ডোর স্টেডিয়াম এবং নেহেরু স্টেডিয়ামে বিশেষ যোগাভ্যাস কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। ইতিমধ্যেই অংশগ্রহণকারীদের জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যাপক সাড়া মিলছে। আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘আমরা আশা করছি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস অত্যন্ত সফলভাবে এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করতে পারব।’

কারখানা বন্ধের নোটিশ, বিক্ষোভে শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শ্রমিকদের আগাম কোনও তথ্য না দিয়েই কারখানা বন্ধের নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়ার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল জামুড়িয়ার রামাজি ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড কারখানায়। শুক্রবার সকালে কাজে এসে কারখানার গেটে বন্ধের নোটিশ দেখতে পান শ্রমিকরা। এরপরই তাঁরা কারখানার প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন। নোটিশে জানানো হয়েছে, আর্থিক ক্ষতি ও বাজারে মন্দার কারণে ১৮ জুন ২০২৬ থেকে কারখানা বন্ধ রাখা হবে। পাশাপাশি, বন্ধের সময় কর্মীদের কোনও বেতন দেওয়া হবে না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রমিক মঙ্গল মাঝির অভিযোগ, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কাজ চললেও কারখানা বন্ধের বিষয়ে কোনও পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে প্রায় ৪৫-৫০ জন শ্রমিকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে জামুড়িয়া মণ্ডল-৩-এর সভাপতি দ্বীপ ব্যানার্জি বলেন, নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ছাড়া এভাবে কারখানা বন্ধ করা যায় না। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় দ্রুত সমাধানের দাবি জানান তিনি।

ইতিহাসকে ছুঁয়ে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন

ব্যতিক্রমী উদ্যোগ আরামবাগ হাই স্কুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পশ্চিমবঙ্গ দিবসে ইতিহাসচর্চার অনন্য উদ্যোগ আরামবাগ হাই স্কুলের। শুক্রবার ‘ইচ্ছে ডানা’ দেওয়াল পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের গুরুত্ব। পশ্চিমবঙ্গ দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে অভিনব উদ্যোগ নিল আরামবাগ হাই স্কুল। বিদ্যালয়ের দেওয়াল পত্রিকা ‘ইচ্ছে ডানা’-র পক্ষ থেকে প্রকাশিত হতে চলেছে ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস বিশেষ সংখ্যা’। শুক্রবার দিনভর উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় এই বিশেষ সংখ্যা তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমান প্রজন্মের কাছে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম, ভারতের সঙ্গে এর অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং অবিভক্ত বাংলার বিভাজনের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরাই এই উদ্যোগের মূল

উদ্দেশ্য। শুধু পাঠ্যবইয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে ইতিহাসকে সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই বিশেষ প্রকাশনা।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায়, বাংলা বিভাগের সহকারী শিক্ষক ভবানী প্রসাদ দাসকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই বিশেষ সংখ্যা প্রস্তুতের দায়িত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা তথ্য সংগ্রহ, লেখা, সম্পাদনা ও অলংকরণের মাধ্যমে নিজেদের সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়। এ প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক পালন নয়, এটি আমাদের ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। নতুন প্রজন্ম যদি নিজেদের রাজ্যের সৃষ্টি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে, তাহলে তাদের মধ্যে ইতিহাসচেতনা ও নাগরিক দায়বদ্ধতা আরও সুদৃঢ় হবে। ‘ইচ্ছে ডানা’-র এই বিশেষ সংখ্যা সেই লক্ষ্যেই এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।দ বাংলা বিভাগের শিক্ষক ভবানী প্রসাদ দাস বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে ইতিহাসচর্চার সুযোগ করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। বইয়ের তথ্য মুখস্থ করার পরিবর্তে তারা যখন নিজেরাই তথ্য সংগ্রহ করে, লেখে এবং উপস্থাপন করে, তখন বিষয়টি তাদের মনে অনেক বেশি স্থায়ী হয়। পশ্চিমবঙ্গ দিবসের তাৎপর্য, দেশভাগের প্রেক্ষাপট এবং বাংলার ঐতিহাসিক যাত্রাপথ সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে এই বিশেষ সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশা করছি।’ সবমিলিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এই উদ্যোগকে ঘিরে ছিল ব্যাপক উৎসাহ।

সুস্থ শরীর, স্বচ্ছ মনের বার্তায় ‘রান ফর যোগা’ ম্যারাথন বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত হয় ‘রান ফর যোগা’ ম্যারাথন। এই ‘রান ফর যোগা’ দৌড়ে বাঁকুড়ার জেলাশাসক অনীশ দাসগুপ্ত, পুলিশ সুপার ভি.জি সতীশ পাণ্ডমার্থি ও জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক, কর্মী ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করেন। শুক্রবার সকালে জেলাশাসকের দপ্তর প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে এই দৌড় প্রায় ২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পৌঁছে যায় সার্কিট হাউস চত্বরে। এই দৌড়ের বার্তা ছিল সুস্থ শরীর, স্বচ্ছ মন ও নিয়মিত যোগ চর্চার গুরুত্ব। বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে যোগ মেডিটেশনের এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন জেলার দুই প্রশাসনিক প্রধান-সহ বিভিন্ন আধিকারিকেরা।এই দৌড়ে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মুখর হয়ে ওঠে গোটা শহর।বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য মানুষের মধ্যে যোগচর্চা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং দৈনন্দিন জীবনে সুস্থ থাকার এই অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানানো। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য, সচেতনতা ও সুস্থ জীবনের বার্তা পৌঁছে দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে বিশেষ কর্মসূচি। তারই অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার পালিত হল ‘রান ফর যোগা’ ম্যারাথন। সমগ্র রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়াতেও এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

ইসিএলের চরম গাফিলতি!

হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল কোটি টাকার জলাধার

পানীয় জলের সংকটে ৫০০ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: শুক্রবার সকালে ইসিএলের কেন্দা এরিয়ার ছোড়া ৭/৯ পিট কোলিয়ারিতে ভয়াবহ ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নির্মিত জলাধারটি হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় বড়সড় প্রাণহানির আশঙ্কা থাকলেও সৌভাগ্যবশত সেই মুহূর্তে ট্যাঙ্কির আশপাশে কেউ না থাকায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এটি শুধুমাত্র একটি দুর্ঘটনা নয়, বরং ইসিএলের দীর্ঘদিনের অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ফল। ২০১৯ সালে এলাকার মানুষের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে নির্মিত এই জল ট্যাঙ্কি থেকে প্রায় ৫০০ পরিবার জল পেত। ট্যাঙ্কিটি ভেঙে পড়ায় এখন চরম জলসংকটের মুখে পড়তে চলেছেন কয়েক হাজার মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপি যুব মোর্চার নেতা রবীন্দ্র কুমার যাদব ইসিএলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও ট্যাঙ্কির রক্ষণাবেক্ষণে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এক শ্রেণির ঠিকাদার ও কোলিয়ারির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তারা কাগজে-কলমে মেরামতির হিসাব দেখিয়েছেন, কিন্তু বাস্তবে কোনো কাজ হয়নি। তারই ফল আজকের এই বিপর্যয়।' এলাকাবাসীর প্রশ্ন, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা পরীক্ষা হলে কি এই ঘটনা এড়ানো যেত না? ট্যাঙ্কি ভেঙে পড়ার ঘটনায় ইসিএলের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। দ্রুত বিকল্প জল সরবরাহের ব্যবস্থা ও ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি উঠেছে এলাকায়। এই বিষয়ে ইসিএলের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি

বধূর রহস্যমৃত্যুতে গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রহস্যজনক অবস্থায় শ্বশুর বাড়ির শোবার ঘর থেকেই এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। মৃত বধূর এটি দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে বলেও প্রাথমিক তদন্তের পর জানতে পেরেছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার ফরিদপুর এলাকায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তাদের বাড়ির মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর ঘরের সিলিং-এ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরো ঘটনাটি নিয়ে লিখিত অভিযোগের পর মৃতের স্বামী ওয়াসিম আক্তারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় শ্বশুরবাড়ির বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু করেছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শামসুন নেহার (২১)। দুই বছর আগে রতুয়ার দেবীপুর এলাকার এক দিনমজুরের সঙ্গে বিয়ে হয় শামসুনের। কিন্তু সেই সময় স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে বাবার বাড়ি চলে আসে ওই তরুণী। পরে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। গত বছর রতুয়ার ফরিদপুর এলাকার পরিযায়ী শ্রমিক ওয়াসিম আক্তারের সঙ্গে সম্পর্ক করেই বিয়ে হয় শামসুনের। এরপর তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে ওই বধূ। মৃতের এক দাদা জাহিদুল শেখ জানিয়েছেন, 'দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই বোনের ওপর মোটরবাইকের কেনার চাপ দিয়েই অত্যাচার চলছিল। কিন্তু আমার বোন একটু শান্তির খোঁজেই প্রথম স্বামীকে ছেড়েই দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। কিন্তু এখানেই যে ওকে এভাবে মেরে ফেলা হবে তা আমরা ভাবতেই পারিনি। এদিন জামাইবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখতে পাই বোনের গলায় কালশিটে দাগ রয়েছে। গোটা শরীরেই আঘাতে চিহ্ন আছে। এই কারণে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছি।' রতুয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। মৃত বধূর শ্বশুর-শাশুড়ির খোঁজ চালানো হচ্ছে।

স্মার্ট মিটার প্রতিরোধে বেলদায় প্রচার অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: স্মার্ট মিটার বসিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত টাকা লুটের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে গ্রাহক আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে। অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন এই প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। ট্রান্সফর্মার ভিত্তিক প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলে এই ভয়ংকর যন্ত্র প্রতিরোধে দলমত, ধর্ম, বর্ণ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে তাঁরা আগামী ২৩ শে জুন সারা বাংলায় যে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছে তারই সমর্থনে শুক্রবার বেলদায় প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে। আন্দোলনকারী অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর এ রাজ্যেও স্মার্ট মিটার বসানোর কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী ও রাজ্য সরকার। কিন্তু এই স্মার্ট মিটার আইনানুগ ও বাধ্যতামূলক না হওয়ায় গত ২ রা এপ্রিল সংসদে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহরলাল খট্টা ঘোষণা করেছিলেন বলপূর্বক স্মার্ট মিটার বসানো হবে না। কিন্তু নিজেদের সেই ঘোষণা অস্বীকার করে রাজ্য সরকার জোর করে স্মার্ট মিটার বসানোর ফরমান জারি করেছে। তাই শুক্রবার বেলদার কেশিয়াড়ি মোড় থেকে বেলদার বিভিন্ন বাজারে প্রচারপত্র বিলি ও স্মার্ট মিটারের ভয়াবহ দিক তুলে ধরে প্রচার অভিযান চালানোর পাশাপাশি বেলদার ট্রাফিক মোড়ে একটি পথসভা করা হয়। বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য বিদ্যাভূষণ দে, রাজ্য কমিটির সদস্য দীপক পাত্র প্রমুখ।

গ্রেপ্তার সালানপুরের তৃণমূল ব্লক সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সালানপুর এলাকায় অবৈধ পাথর খাদান চালানোর সঙ্গে যুক্তর থাকার অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে বারাবনি বিধানসভার পাঁচগাছিয়া এলাকা থেকে সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি বিজয় সিং ওরফে ভোলা সিংকে গ্রেপ্তার করলো সালানপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার তাঁকে কুলটি থানা থেকে আসানসোল আদালতে পাঠানো হয়। ভোলা সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সালানপুর এলাকায় অবৈধ পাথর কারবারের সঙ্গে জড়িত। এদিন ভোলা সিংকে আসানসোল আদালতে তোলার আগে থেকেই বিজেপি সমর্থকরা কোর্ট চত্বরে ডিম নিয়ে হাজির হয়। আদালতে তোলার আগেই তাকে লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়তে শুরু করে তারা।

ফর্ম জি

জগভিক ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গে মাদক ব্যবসায় নিযুক্ত - এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	জগভিক ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড প্যান : AABCJ3996J সিন : U15520WB1998PTC086636
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	দ্য মিলেনিয়াম, ২৩৫/২এ, এ জে সি বোস রোড, ৫ম তল, কলকাতা -৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত স্থানের বিস্তারিত	কলকাতা
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবার সংস্থাপিত ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত অর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয়
৭.	কর্মী /কর্মচারীর সংখ্যা	সিআইআরপি শুরুর তারিখ অনুযায়ী কোনও কর্মী/কর্মচারী ছিল না।
৮.	বিগত দুই বছরের (তপশিল সহ) প্রাপ্ত শেষ অর্থিক প্রতিবেদনের বিস্তারিত, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা ইউআরএল তে উপলব্ধ	লেনদেন : ৯৯.৯৪ কোটি টাকা শেষ ৩১.০৩.২০১৪ তারিখে প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী।
৯.	প্রস্তাব আবেদনকারীর উপযুক্ততা ইউআরএল তে প্রাপ্ত কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	cirp.jogvick@gmail.com
১০	আগ্রহ প্রকাশক আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ	০৬.০৭.২০২৬
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনের সমায়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৮.০৭.২০২৬
১২	সাময়িক তালিকা সম্পর্কে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৩.০৭.২০২৬
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীর চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৬.০৭.২০২৬
১৪	তথ্য মেমোরান্ডাম,মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এর ইস্যুর তারিখ এবং সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের প্রস্তাব পরিকল্পনার অনুরোধ	১৮.০৭.২০২৬
১৫	প্রস্তাব পরিকল্পনা দাখিলের শেষ তারিখ	১৭.০৮.২০২৬
১৬	প্রক্রিয়া ইমেল আইডি- আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের জন্য	cirp.jogvick@gmail.com
১৭.	এমএসএমই অনুযায়ী কর্পোরেট ডেটরের নথিভুক্তির বিস্তারিত	প্রযোজ্য নয়

(সংযোগ/বাতিল সাপেক্ষে অনুমোদন)

স্বা/-
জীতেন্দ্র লোহিয়া
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P00170/2017-18/10339
তারিখ : ২০.০৬.২০২৬ এএফএ নং : AA1/10339/02/300627109129 বৈধ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা জগভিক ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড

KCI

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ''কেসিআই প্লাজা'' ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯
ফোন: (০৩৩) ৪০৩১ ৩২০০, CIN: L24110WB1960PLC024910
ই-মেল : investor@kanoriachem.com ওয়েবসাইট : www.kanoriachem.com

কোম্পানি আইন, ২০১৩ -এর ধারা ১২৪(৬) এবং ১২৫ -এর সঙ্গে পঠিতব্য সংশোধিতমতো আইইপিএফ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুল, ২০১৬ এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ অনুসারে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) শেয়ারসমূহ স্থানান্তর।

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য দাবি না-করা লভ্যাংশ এবং অনুরূপ সংখ্যক ইক্যুইটি শেয়ার যেগুলি সম্পর্কে ৩১ মার্চ, ২০১৯ সালে সমাপ্ত আর্থিক বছর থেকে টানা সাত বছর লভ্যাংশ পাওয়ার উপযুক্ততা দাবিহীন হয়ে আছে, তা ৫ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখের পরে কেন্দ্রীয় সরকারের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তরণের জন্য নির্দিষ্ট হবে সংশোধিতমতো ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ -এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩-এর কোম্পানি আইনের ১২৪ ধারার বিধানাবলি অনুসারে। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নাম এবং তাদের ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি নম্বর কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com -তে 'investors' সেকশনে পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কোম্পানির কাছে থাকা তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় পৃথক পৃথক চিঠিও পাঠানো হয়েছে।

উল্লিখিত সদস্যরা তাদের দাবি পেশ করতে পারেন, যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং তার সাথে ফর্ম আইএসআর-১ এবং ফর্ম আইএসআর-২, আইএসআর-৩, এসএইচ - ১৩ বা এসএইচ - ১৪ যেখানে প্রযোজ্য (শেয়ারহোল্ডারদের নাম সহ মূল বাতিল চেকের পাতা সহ), কোম্পানির কাছে তার রেজিস্টার্ড অফিস - ''কেসিআই প্লাজা'' ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯ ঠিকানায় পাঠানোর মাধ্যমে। ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের মধ্যে কোম্পানি কোনও বৈধ দাবি না পেলে আইনের উপরিবর্ণিত বিধানাবলি অনুসারে কোম্পানি ওইরূপ লভ্যাংশ ও শেয়ার আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত করবেন। ফর্ম আইএসআর-১ এবং ফর্ম আইএসআর-২, আইএসআর-৩, এসএইচ - ১৩ বা এসএইচ - ১৪ কোম্পানির ওয়েবসাইটের পাশাপাশি আরটিএ https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html -তে উপলব্ধ।

দাবি না করা লভ্যাংশ এবং শেয়ার আইইপিএফ-তে স্থানান্তর করার পরে, সংশ্লিষ্ট সদস্যরা নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী আইইপিএফ-এর কাছ থেকে লভ্যাংশ এবং শেয়ার ফেরত দাবি করতে পারেন।

এই বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য বা দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করার জন্য, সংশ্লিষ্ট সদস্যরা invstor@kanoriachem.com -তে কোম্পানি সচিবকে ইমেল পাঠাতে পারেন বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, টেলিফোন নং ০৩৩-৬৯০৬ ৬২০০ নম্বরে কল করতে পারেন বা তাদের ইমেল পাঠাতে পারেন investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com -তে।

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
প্রতিভা জয়সওয়াল
স্থান: কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ১৯ জুন, ২০২৬ মেম্বারশিপ নং : ACS 33981

কেনারা ব্যাঙ্ক Canara Bank — Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা
বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট,
৬ষ্ঠ তল কলকাতা - ৭০০ ০১৬

ই-নিলামের তারিখ ২২.০৭.২০২৬

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধান অনুযায়ী যে সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো নিচে বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে অনলাইন ই-অকশনের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। নিচে উল্লিখিত জামানতকৃত সম্পত্তিটি ক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে।

এ	বি	সি	ডি	ই
ক্রম নং	ক) জামিনদত্ত ঋণদাতার নাম এবং ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ক) দায় (বকেয়া সুদ সহ) খ) ১৩(২) অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ গ) ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) শাখা এবং রিজিওনাল অফিসের সহিত যোগাযোগের ব্যক্তি ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) জামিন অধীনে ঋণদাতার নাম এবং ঠিকানা : কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা, ৬ষ্ঠ তল বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬। খ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণের) নাম এবং ঠিকানা : ক) শ্রীমতি রূপা দে (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) স্বামী শ্রী শান্তনু দে, এলআইসি রোড, খাতড়া, পো এবং থানা : খাতড়া, জেলা : বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭২২১৪০। খ) শ্রী শান্তনু দে (সহ ঋণগ্রহীতা) পিতা সীতারাম দে, রবীন্দ্র সরণি, ডব্লুবিএসইডিসিএল এর পাশে, পো এবং থানা : খাতড়া, জেলা : বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭২২১৪০	ক) ৪৭,৪১,৬৭১.৫৬ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ একচল্লিশ হাজার ছশো একাত্তর টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) ০১.০৬.২০২৬ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ প্রযোজ্য খ) ১৩.০৩.২০২৬ গ) ৩০.০৫.২০২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৮.৩ ডেসিমেল তদস্থিত দোতলা বসাবাসের ভবন অবস্থিত আরএস প্লট নং ৯৫, এলআর প্লট নং ৩৬৬, ৩৬৫, আরএস খতিয়ান নং ৬০, খণ্ড খতিয়ান নং ৮২০, এলআর খতিয়ান নং ৩৯১০, জেএল নং ২১৩,মৌজা - কেন্দুয়াডিহি, মহল্লা : কেন্দুয়াডিহি, মিলন পল্লি, ওয়ার্ড নং ২২, হোল্ডিং নং ২৮৬/ডি/২/১ বাঁকুড়া পুরসভা অধীন, থানা : বাঁকুড়া, জেলা : বাঁকুড়া, পিন কোড - ৭২২১০২। চৌহদ্দি (নথি অনুযায়ী) : উত্তরে : প্লট নং ৯৫ এবং ৯৬ ।দক্ষিণে : প্লট নং ৯৪। পূর্বে : প্লট নং ৯৭। পশ্চিমে : সরকারি কলোনি রোড। প্রত্যক্ষ/প্রকৃত অনুযায়ী : উত্তরে : চন্দন শাউ এবং রজন শাউ এর সম্পত্তি ।দক্ষিণে : জগদীশ রায় এর সম্পত্তি ।পূর্বে : খালি জমি এবং অন্যান্যর ভবন। পশ্চিমে : ৪০ ফুট চওনা রোড। (সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)	ক) ৭২,৩১,০০০.০০ টাকা (বাহাত্তর লাখ একত্রিশ হাজার টাকা) খ) ৭,২৩,১০০.০০ টাকা (সাত লাখ তেইশ হাজার একশ টাকা) গ) ৫০,০০০ টাকা ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম শাখা কলকাতা (মোবাইল) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি পরিমাণ ৭,২৩,১০০.০০ টাকা সহ BAANKNET.COM (https:// baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২২.০৭.২০২৬ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত ইএমডি জমার শেষ তারিখ : ২১.০৭.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত

অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাবলী :

১. সম্পদগুলো ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা আছে'' এবং ''যেমন অবস্থায় আছে'' এই শর্তে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত ন্যূনতম মূল্যের নিচে সম্পদ বিক্রি করা হবে না।
৩. যদি মাত্র একজন দরদাতা থাকেন, তবে সেই দরদাতা বা ক্রেতাকে মূল্য বাড়িয়ে দর প্রস্তাব করতে হবে।
৪. নিলাম বা দর প্রস্তাব প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান BAANKNET.com (https://baanknet.com/)-এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ''অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে'' সম্পন্ন হবে।
৫. পরিষেবা প্রদানকারী BAANKNET.com (https://baanknet.com/)-এর যোগাযোগের বিবরণ হলো ফোন নম্বর ৮২৯১২২০২২০ এবং ইমেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com।
৬. সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ০৬.০৭.২০২৬ থেকে ১৮.০৭.২০২৬ তারিখের মধ্যে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে সম্পদগুলো পরিদর্শন করা যাবে।
৭. সর্বোচ্চ দরদাতা বা সফল ক্রেতাকে সর্বোচ্চ দরদাতা/সফল ক্রেতা হিসেবে ঘোষণার পরপরই বিক্রয়মূল্যের ২৫ শতাংশ (ইতিমধ্যে জমা দেওয়া ইএমডি বা আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটসহ) জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অর্থ বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। যদি সফল দরদাতা/ক্রেতা উল্লিখিত শর্তানুযায়ী বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁর জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৮. স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো বিধিবদ্ধ পাওনা/হার/কর/নিবন্ধন ফি/বিবিধ খরচ/সরকারি পাওনা/কোনো কর্তৃপক্ষের পাওনা ইত্যাদি সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
৯. এটি উল্লিখিত ঋণের গ্রহীতা এবং জামিনদারদের জন্যও একটি নোটিশ যে, যদি তাঁদের বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা না হয়, তবে উপরে উল্লিখিত তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে।
১০. ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এতদ্দ্বারা নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, ই-নিলামের তারিখের পূর্বেই উপরে উল্লিখিত অর্থ এবং তার সাথে হালনাগাদ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ করতে হবে; অন্যথায় সম্পত্তিটি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং বকেয়া পাওনা (যদি থাকে) সুদ ও খরচসহ আদায় করা হবে।
১১. প্রাপ্ত যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব অথবা দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার কিংবা কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই বিক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
১২. বিস্তারিত তথ্য কানারা ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.canarabank.com-এ পাওয়া যাবে।

স্থান : কলকাতা তারিখ : ২০.০৬.২০২৬ অনুমোদিত কর্মকর্তা, কানাড়া ব্যাংক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331 59 6 –9831919791

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of Kasiah Kumari, Father's Name Kundan Kumar Gupta, of Vill-Chakai Bazar, PS- Chakai, Dist- Jamui (Bihar), who has been missing Since 11.05.2026, at about 11.00hrs, Residence under Kulti PS. Description of this missing person is: Age -15 Years, Complexion - Sellow, Height -5 Feet, Wearing Black Kurti and Black pant, Language - Hindi. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA- D927(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of Sarbari Khatun, Father's Name - Md. Israfil, of South Ambedkar Colony, Near Sarada Ground, PS Pradhannagar, Dist Darjeeling, WB, who has been missing Since 03.06.2026, at about 18.30 hrs, Residential area under PS - Pradhannagar. Description of this missing person is: Age -17 Years, Complexion - Medium, Height -5 Feet 6 Inch, Wearing - Black & Red Churidar Language - Hindi. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D. West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA-D931(3)/2026

SBI হোম লোন সেন্টার বেহালা
জীবনতারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল,
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড,
কলকাতা-৭০০০৫৩, ইমেল sbi 17899@sbi co in

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট এই সংবাদপত্রের ১৯.০৬.২০২৬ সংস্করনে প্রকাশিত আমাদের ভেহিকেল নিলাম অধীনে বিজ্ঞাপনে **(ঋণগ্রহীতার নাম : সুব্রত পুরকাইত) সংরক্ষিত মূল্য পড়তে হবে ৬,৮০,০০০ টাকা জিএসটি সহ'**। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমরা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করছি যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং **বি০৫.০৩৫২৪, মেসার্স সিদ্ধাবিনায়ক ট্রাকন প্রাইভেট লিমিটেডের** নামে, এক নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি - হারিয়ে গিয়েছে। কোনও ব্যক্তি মূল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে কোম্পানির নিম্নোক্ত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং মূল সার্টিফিকেট অসাধু ব্যক্তি কর্তৃক অসদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কিত করা হচ্ছে।

সিদ্ধাবিনায়ক ট্রাকন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২১৬ এ জে সি বোস রোড, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা- ৭০০০১৭
স্থান : কলকাতা স্বা/-
তারিখ : ১৯.০৬.২০২৬ ডিরেক্টর

দি গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড
CIN : L74110WB1895PLC000963
রেজিঃ অফিস: ''হাউট স্ট্রিট'' ১০ম তল, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬
দূরভাষ নং: ০৩৩-৪০০৩১৩২৫/২৬
ইমেল: grobtea@rawalwasia.co.in, ওয়েবসাইট: www.grobtea.com

বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ১২৪ এবং ১২৫ এবং ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ ('দ্য আইইপিএফ রুলস') সময়ে সময়ে সংশোধিত মতো এর রুল ৬(৩)(এ) অনুসারে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে।

আইইপিএফ বিধিমালার পরিপ্রেক্ষিতে, গত সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে যে সমস্ত শেয়ারের লভ্যাংশ দাবি করা হয়নি বা শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া হয়নি, সেই সমস্ত শেয়ারগুলিকে নির্ধারিত তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা, যারা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করেন এবং যাদের শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হতে পারে, তারা লক্ষ্য করতে পারেন যে তাদের দ্বারা ধারণ করা কোম্পানি মূল শেয়ার শংসাপত্রের (গুলি) পরিবর্তে নতুন শেয়ার শংসাপত্র (গুলি) ইস্যু করবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার (গুলি) স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এবং এই ধরনের নতুন শেয়ার শংসাপত্র (গুলি) ইস্যু করার পরে তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার শংসাপত্র (গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল এবং অ-আলোচনাযোগ্য বলে গণ্য করা হবে।

আইইপিএফ বিধিগুলির বিধান অনুসারে, কোম্পানি সেই শেয়ারহোল্ডারদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানাগুলিতে পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছে অন্যান্য বিষয়ের সাথে, আর্থিক বছর ২০১৮ - ২০১৯ এর জন্য আইইপিএফ কর্তৃপক্ষ এর কাছে স্থানান্তরণ শেয়ারের বিবরণ প্রদান করে যাদের লভ্যাংশ গত সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপ্রদেয়/দাবিহীন হয়ে পড়ে আছে।

আইইপিএফ রুলস এর ৬(৩)(এ) রুলস অনুসারে, যাদের লভ্যাংশ টানা সাত বছর ধরে দাবি করা হয়নি বা অপ্রদেয় হয়ে রয়েছে এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষ এর ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে, শেয়ারহোল্ডারদের তথ্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাদের ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি- ক্লায়েন্ট আইডি সহ কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের নাম আপলোড করেছে **www.grobtea.com** ওয়েবসাইটে।

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে দাবি না করা লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত শেয়ার উভয়ই, এই ধরনের শেয়ারের উপর জমা হওয়া সমস্ত সুবিধা সহ, আইইপিএফ নিয়মে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে ফেরত দাবি করা যেতে পারে। শেয়ারহোল্ডাররা আরও লক্ষ্য করতে পারেন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির দ্বারা নতুন শেয়ার শংসাপত্র(গুলি) ইস্যু করার জন্য পর্যাপ্ত নোটিশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে তাদের দাবি না করা/অপ্রদেয় লভ্যাংশের পরিমাণ(গুলি) দাবি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যদি কোম্পানি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনো যোগাযোগ না পায়, তাহলে কোম্পানি আইইপিএফ নিয়মের প্রয়োজনীয়তা সহ মেনে চলে, শেয়ারগুলিকে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে।

কোনো দাবি বা প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডারদের ৮৬এ, হাউট স্ট্রিট তপসিয়া রোড, ১০ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০৪৬ -তে কোম্পানির সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে; ফোন নম্বর ০৩৩ - ৪০০৩ - ১৩২৫/২৬, ইমেল আইডি- **grobtea@rawalwasia.co.in**।

গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা নেহা সিং
তারিখ : ১৯.০৬.২০২৬ (কোম্পানি সেক্রেটারি)

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ই-মেইল আইডি: clo1.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৮১০৫৬২৮০৩
সি.ও.- সুস্মিতা পাইক, মোবাইল নং: ৯১২৩৮৫৪৩২০

পরিশিষ্ট-৪-এ
রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, অ্যাকাউন্ট: মেসার্স পূজা টাইলস অ্যান্ড স্যানিটারি প্রাঃ লিঃ

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৯.০৭.২০২৬
সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধক/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে''** এবং **''সেখানে যা কিছু আছে''**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **০৯.০৭.২০২৬** তারিখে **৫৮,৫৫,৮১,২৭৪.০০ টাকা** দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২৭.০৩.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ঋণগ্রহীতা **মেসার্স পূজা টাইলস অ্যান্ড স্যানিটারি প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)** এবং **মনোজ কুমার গোয়েল, পূজা গোয়েল (জামিনদার)** -এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে।

ক্র. নং	সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ই-অকশনের বিশদ
১	একটি বাণিজ্যিক স্থান/ইউনিটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ইউনিট নং ১সি, ১ম ফ্লোর, বালাজী পয়েন্ট, আঠগাঁও, গুয়াহাটি -৭৮১০০১ (শহর), ৭৭৫ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ও একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ ০.২৭ একর জমির অবিভক্ত আনুপাতিক এলাকার শেয়ার রয়েছে ২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) লেচা জমির উপর যার দাগ নং ৫৫৫ কে.পি. পাট্টা নং ১৪৫ গ্রাম-সহ গুয়াহাটি, পার্ট-১, আঠগাঁও, মৌজা- গুয়াহাটি আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার মৌজার আওতাধীন এবং, **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের নামে** বিক্রয় দলিল নং ৬৪৫/২০১৪।	১. সংরক্ষিত মূল্য: ৬৯,০০,০০০/- টাকা ২. ইএমডি : ৬,৯০,০০০/- টাকা ৩. দখলের ধরণ : বাস্তবিক দখল ৪. বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা ৫. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। সম্পত্তি আইডি : SBIN203950003 সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০৪.০৭.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা
২	কোহিনূর রেসিডেন্সি, ভাগদুত্তপুর, কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি, ৭৮১০১৯, (শহর) ১ম ফ্লোরে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১ ডি২ এবং ১এফ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মোট পরিমাপ- ১৫৮৬.৬৫ বর্গফুট (কার্পেট এলাকা) এবং ১৭.২৬ পরিমাণ জমির উপর ৪.৫ লেচা মোট বা তার কম জমির আনুপাতিক পরিমাণ ১ বিঘা ১ কাঠা ৯ লেচা সমতুল্য,আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার উদালবাকরা, মৌজা - বেলতোলা গ্রামের কে.পি. পাট্টা নং ৭/১১০ (পুরানো), ১৩৯(নতুন) দাগ নং ৪৭৫ (পুরাতন), ২৫৯০ (নতুন) দ্বারা আচ্ছাদিত **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের নামে** বিক্রয় দলিল নং ৫০২/২০১০	১. সংরক্ষিত মূল্য: ৬০,০০,০০০/- টাকা ২. ইএমডি : ৬,০০,০০০/- টাকা ৩. দখলের ধরণ : বাস্তবিক দখল ৪. বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা ৫. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। সম্পত্তি আইডি : SBIN203950014 সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০৪.০৭.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা
৩	২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) লেচা জমির উপর কমবেশি ৭৪১ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া সহ ১ম ফ্লোরে একটি বাণিজ্যিক স্থান/ইউনিট নং ১ ডি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) লেচা জমির উপর ১ (এক)টি গাড়ি পার্কিং স্পেস এবং ০.২৭ একর জমির অবিভক্ত আনুপাতিক এলাকার শেয়ার সহ , কে.পি. পাট্টা পাট্টা নং ১৪৫ এর দাগ নং ৫৫৫, গ্রাম- সাহার গুয়াহাটি, পার্ট-১, আটগাঁও, গুয়াহাটি মৌজার অন্তর্গত, কামরূপ (মেট্রো), আসাম, বিক্রয় দলিল নং ৬৪৪/২০১৪ **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েল এর নামে।**	১. সংরক্ষিত মূল্য: ৬৫,০০,০০০/- টাকা ২. ইএমডি : ৬,৫০,০০০/- টাকা ৩. দখলের ধরণ : বাস্তবিক দখল ৪. বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা ৫. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। সম্পত্তি আইডি : SBIN203950005 সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০৪.০৭.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা
৪	আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি ৩এন, ব্লক বি, তৃতীয় ফ্লোর, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ধারাপুর, গুয়াহাটি, ৭৮১১৩৩, (আধা-শহর), পরিমাপযোগ্য মোট পরিমাপ- ১৩৮৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) এবং ব্লক ডি-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার গ্রাম - ধারাপুর, মৌজা - রামচরণীর অধীনে কে.পি. পাট্টা নং ১৮৮-এর দাগ নং ৮৩৯-এর আওতাধীন মোট ২ বিঘা, ২ কাঠা এবং ১ লেচা জমির জমির মধ্যে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েল এর নামে** বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৫/২০১১	১. সংরক্ষিত মূল্য: ৩৫,০০,০০০/- টাকা ২. ইএমডি : ৩,৫০,০০০/- টাকা ৩. দখলের ধরণ : বাস্তবিক দখল ৪. বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫০,০০০/- টাকা ৫. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। সম্পত্তি আইডি : SBIN203950006 সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০৪.০৭.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা
৫	আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি- ৩এস, তৃতীয় ফ্লোর, ব্লক বি, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ধারাপুর, গুয়াহাটি, ৭৮১১৩৩, (আধা-শহর) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ,মোট পরিমাপ - ১৩৮৬ বর্গফুট, ব্লক ডি-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গাড়ি পার্কিং স্থান সহ, আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার গ্রাম - ধারাপুর, মৌজা - রামচরণীর অধীনে কে.পি. পাট্টা নং ১৮৮-এর দাগ নং ৮৩৯-এর আওতাধীন মোট ২ বিঘা, ২ কাঠা এবং ১ লেচা জমির উপর অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, **শ্রী মনোজকুমার গোয়েল এর নামে** বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৭/২০১১।	১. সংরক্ষিত মূল্য: ৩৫,০০,০০০/- টাকা ২. ইএমডি : ৩,৫০,০০০/- টাকা ৩. দখলের ধরণ : বাস্তবিক দখল ৪. বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫০,০০০/- টাকা ৫. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। সম্পত্তি আইডি : SBIN203950011 সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০৪.০৭.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা
৬	**পার্ট-১ :** আসাম রাজ্যের কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার গুয়াহাটি- ৭৮১০৩১-এর অন্তর্গত মৌজা- শিলা সিন্দুরী ঘোপা, রেভিনিউ ভিলেজ- শিলা-র গৌরীপুরস্থ ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত কে.পি পাট্টা নং ৬৭-এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ৮০৮ (২ কাঠা ৫ লেচা) এবং ৮০৯ (২ কাঠা ৮ লেচা) দাগের প্লট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। মোট জমির পরিমাণ- ৪ কাঠা ১৩ লেচা, যার বিক্রয় দলিল নং ১৪৪৯/২০১৪ এবং **মালিকানা শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের।** **পার্ট-২ :** আসাম রাজ্যের কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার গুয়াহাটি- ৭৮১০৩১-এর অন্তর্গত মৌজা- শিলা সিন্দুরী ঘোপা, রেভিনিউ ভিলেজ- শিলা-র গৌরীপুরস্থ ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত কে.পি পাট্টা নং ৯৮-এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ৮১৫-এর একটি বাণিজ্যিক প্লট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। মোট জমির পরিমাণ- ১ কাঠা ১৪ লেচা, যার বিক্রয় দলিল নং ১৪৫০/২০১৪ এবং **মালিকানা শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের।** **পার্ট-৩ :** আসাম রাজ্যের কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার গুয়াহাটি- ৭৮১০৩১-এর অন্তর্গত মৌজা- শিলা সিন্দুরী ঘোপা, রেভিনিউ ভিলেজ- শিলা-র গৌরীপুরস্থ ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত কে.পি পাট্টা নং ১৮৭-এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ৮০৭ (৩ কাঠা ১৩ লেচা) এবং ৮১১ (৩ কাঠা ১০ লেচা)-এর অফিস ভবনসহ একটি বাণিজ্যিক প্লট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। মোট জমির পরিমাণ- ১ বিঘা ২ কাঠা ৩ লেচা, যার বিক্রয় দলিল নং ১৪৪৮/২০১৪ এবং **মালিকানা শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের।**	১. সংরক্ষিত মূল্য: ৩২,৮৫,০০,০০০/- টাকা ২. ইএমডি : ৩,২৮,৫০,০০০/- টাকা ৩. দখলের ধরণ : বাস্তবিক দখল ৪. বৃদ্ধির পরিমাণ: ২,০০,০০০/- টাকা ৫. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। সম্পত্তি আইডি : SBIN203950027 সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০৪.০৭.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-অকশনের জন্য : https://baanknet.com/eauction-psb/x-login দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে। যেকোন অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ নং-৮২৯১২২০২২০ তে

তারিখ: ২০.০৬.২০২৬, স্থান: কলকাতা কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি-২, কলকাতা

রিফিউজি ডেভেলপমেন্ট কেন্দ্রে তৃণমূলের দলীয় পতাকা, ত্রাণ সামগ্রী, নেশার বোতল

বিক্ষোভ বিজেপি নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল পুরসভার ৮৫ নম্বর ওয়ার্ডে রিফিউজি ডেভেলপমেন্ট কেন্দ্রে ভেতরে তৃণমূলের দলীয় পতাকা, উদ্ধার মদের খালি বোতল, ত্রাণের কম্বল। বিক্ষোভে ফেটে পড়ল বিজেপি নেতৃত্ব। লাগিয়ে দেওয়া হল তালা। শুক্রবার এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এদিন আসানসোল পৌর নিগমের নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা কলোনিতে রিফিউজি ডেভেলপমেন্ট কেন্দ্রে হানা দেয় বিজেপি জেলা সভানেত্রী কাকলি ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা।

এখানে এসে কর্মী, সমর্থকরা সেন্টারের ভিতর থেকে উদ্ধার করে ত্রাণ সামগ্রী, পৌর নিগমের ডাস্টবিন, সাফাই কর্মীদের গামবুট ও তৃণমূলের দলীয় পতাকা। শুধু তাই নয় বিজেপি অভিযোগ এই কেন্দ্র থেকে উদ্ধার হয়েছে কয়েক বস্তা মদের খালি বোতল। আগামীকাল পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রটি সাফাই করতে গিয়ে এই ঘটনা সামনে আসে বলে জানিয়েছেন জেলা সভানেত্রী কাকলি ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, পৌরনিগমের অন্তর্গত এই কেন্দ্রটিকে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দলীয় কার্যালয়ে পরিণত করেছিলেন। পৌরনিগমের সম্পত্তি জনগণের বিলি না করে এই কেন্দ্রে জমা করে রাখা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, একাধিক বস্তা মদের খালি বোতল,এখান থেকে উদ্ধার হয়েছে যার থেকে প্রমাণ হয়, শুধু ত্রাণ সামগ্রী অবৈধভাবে মজুদ করে রাখাই নয়, কাউন্সিলরের সজ্ঞানে এখানে বিভিন্ন অবৈধ কাজ কারবার চলত। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে যথাযথ শাস্তির দাবি করেন কাকলি ঘোষ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ বাহিনী। তারা সমস্ত উদ্ধার হওয়া সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৈদ্যবাটি স্টেশনের ঘটনা। মেয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক মহিলার। স্থানীয় বাসিন্দা ও রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেন ধরতে গিয়ে রেললাইন পেরোনোর সময়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে মহিলার। মৃতের নাম নবনীতা সাউ (৪৮)। তাঁর বাড়ি হুগলির সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত দিয়ারা গোবিন্দপুর এলাকায়।

সূত্রের খবর, বৈদ্যবাটি স্টেশনে ডাউন প্ল্যাটফর্মে উঠতে গিয়ে ডাউন তারকেশ্বর লোকালের ধাক্কায় মৃত্যু হয় তাঁর। বৈদ্যবাটির চক এলাকায় ওই মহিলার মেয়ে-জামাই থাকেন। ওই এলাকার বাসিন্দা কুন্তল ঘোষের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে দুই বছর আগে। তাঁর মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা, তাই মেয়েকে দেখাশোনা করতে প্রায়ই আসতেন এই বাড়িতে। সূত্রের খবর, এ বার মেয়ের বাড়িতেই জামাইষষ্ঠী পালন করার পরিকল্পনা হয়েছিল। এ দিন বাড়ি ফেরার সময় ঘটে যায় দুর্ঘটনা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫/৬১৩/৯৮৩০০৮১৪০৫/৭৯৮০৯২০২৫৩
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, **আইডিবিআই ব্যাংক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭**-এর নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক; 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) অ্যাক্ট, ২০০২'-এর অধীনে এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২'-এর ৩ নম্বর বিধির সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে;ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে 'ডিমান্ড নোটিশ' (দাবি-সংক্রান্ত নোটিশ) জারি করেছিলেন; এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা ও 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২'-এর ৮ নম্বর বিধির অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল গ্রহণ করেছেন; তাই এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন বা হস্তান্তর করা যাবে না। কোনো লেনদেন করা হলে তা **আইডিবিআই ব্যাংক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭**-এর দাবির (নিচে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ ও খরচ/চার্জ) আওতাভুক্ত বা দায়বদ্ধ থাকবে। বন্ধকী সম্পত্তি বা সম্পদ পুনরুদ্ধারের (রিডেম্পশন) জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২. অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	**অনন্যা সাহা (ঋণগ্রহীতা) এবং অভিজিৎ ভাস্কর (সহ ঋণগ্রহীতা) এ/সি নং :** ০১৮৪৬৭৫১০০০২১৭৭৫ এবং ০১৮৪৬৭৫১০০০২১৭৬৬	১. ২৯.০৭.২০২৫ ২. ১৮.০৬.২০২৬ ৩. ৪৩,৫৮,৯৬০.১৬ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ আটান্ন হাজার নশো যাট টাকা এবং যোলো পয়সা) ০৭.০৫.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.০৪.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) ১০.০৪.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এ, উত্তর দিকে, ৫মতলে, প্রেমিসেস নং ডিসি ১৩, শাস্ত্রী বাগান, পো : দেশবন্ধু নগর, থানা : বাগুইআটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা,পিন : ৭০০০৫৯, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** আভা অ্যাপার্টমেন্ট, **দক্ষিণে :** তমাল বোস এবং অন্যান্যর সম্পত্তি। **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া সড়ক। **পশ্চিমে :** ১৬ ফুট চওড়া সড়ক। তদস্থিত এক এবং সকল নির্মাণ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের।

তারিখ : ২০.০৬.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))

HOME LOAN A/C NO.- 43391320297, SURAKSHA LOAN A/C NO- 43395802335

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **৩০.১২.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী গৌরহরি জানা পিতা শ্রী শংকর কুমার জানা এবং শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী গুছাইত স্বামী শ্রী গৌরহরি জানা** গোমুথা, মাঠচণ্ডীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬৫৯ এবং আরও ঠিকানা এফএল-৫, ২য় তল, পূর্বাচল হাউজিং এস্টেট ক্লাস্টার ৩, সল্টলেক সিটি, ব্লক জিএ, সেক্টর ৩, কলকাতা - ৭০০০৯৭ **আরও ঠিকানা** ছিষ্টিপুর, মঙ্গলামারো, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৩৪ **আরও ঠিকানা** সিটিভিএস ওয়ার্ড, ডিএইচবি বিল্ডিং, মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, কলকাতা ৮৮, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৫,৮৩,৮১৫.৮৪ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লাখ তিরাশি হাজার আটশ পনের টাকা এবং চুরাশি পয়সা) ৩০.১২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৭ জুন ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **৪৫,৮৩,৮১৫.৮৪ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লাখ তিরাশি হাজার আটশ পনের টাকা এবং চুরাশি পয়সা) ৩০.১২.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৫, টাইপ এমআইজি-২ , পরিমাপ ৩৮.৭৪ বর্গ মিটার (আনুমানিক) সমপরিমাপ ৪১৬.৮৪ বর্গফুট এবং সম্প্রসারিথ অংশ আনুমানিক ২৫২ বর্গফুট মোট ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ৬৬৮.৮৪ বর্গফুট কমবেশি কার্পেট এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ৬১৯.৩০ বর্গফুট কমবেশি , টাইলস মেঝে, কার পার্কিং স্পেস নেই, লিফট নেই, ক্লাস্টার ৩, এমআইজি -২ টাইপ, দোতলায় ভবনের নং ১০, ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট , ২ বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির অংশ প্রেমিসেস নং চারতলা অ্যাপার্টমেন্ট পূর্বাচল হাউসিং এস্টেট, ক্লাস্টার -৩, এমআইজি-২, বিধাননগর, সেক্টর -৩, ব্লক -জিএ, কলকাতা- ৭০০০৯৭,জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা,বিধাননগর পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৩৭ অধীন, থানা : বিধাননগর সাউথ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, দায় মুক্ত।
স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৪-২০২৪, পৃষ্ঠা ১০১৩৬৭ থেকে ১০১৩৮৯, দলিল নং ১৫০৪০২৫৮৭ - ২০২৪ সালের।
সম্পত্তি শ্রী গৌরহরি জানা, পিতা শ্রী শঙ্কর কুমার জানা এবং **শ্রীমতি মঞ্জুশ্রী গুছাইত** স্বামী শ্রী গৌরহরি জানা এর নামে।

তারিখ - ২০.০৬.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - কলকাতা এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

বৈঙ্ক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২।
ফোন নং-০৩৪২-২৬৬৫৭০৩। ইমেইল: bardhaman assetrecovery@bankofindia co in

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

(যে ঋণগ্রহীতা তার সম্পদ/সম্পত্তির উপর কোনো সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করেছেন তার প্রতি। এই নোটিশের একটি অনুলিপি সেই জামিনদার(গণ)-কেও দেওয়া হবে যিনি তার সম্পদ/সম্পত্তির উপর কোনো সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করেননি)
প্রতি,
শ্রী সীতারাম সিং
ফ্ল্যাট নং-৩, ২য় তলা, কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্ট, এস.বি. গরাই রোড, আসানসোল, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩০৩
(ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. আপনার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যাংক আপনাকে মোট ৮,০০,০০০.০০ টাকার বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করেছে। আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধার বিবরণ এবং এই নোটিশের তারিখ পর্যন্ত তার বকেয়া পাওনা নিচে দেওয়া হল:-

সুবিধার ধরন	অনুমোদিত সীমা	বকেয়া পাওনা
(ক) সম্পত্তি বন্ধকি ঋণ (অ্যাকাউন্ট নং: ৪২০০৬২৬১০০০০০৪০)	৮,০০,০০০.০০ টাকা	৭,৬৯,৩৫৬.৩০ টাকা সহ ১৪-০৪-২০২৬ তারিখ থেকে সুদ ও চার্জ

২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত সম্পদ/সিকিউরিটি দ্বারা সুরক্ষিত (ব্যাংকের কাছে চার্জ করা সম্পত্তি/সম্পদের বিবরণ):- ক). শ্রী সীতারাম সিং-এর নামে ২০২০ সালের স্বত্ব দলিল নং আই-০২০৫০০৫১৯ দ্বারা নিবন্ধিত একটি সিমেন্টের মেঝের দোকান ঘর সহ জমি ও ভবন এবং এর উপর নির্মিত বা স্থাপিত অন্যান্য কাঠামো/স্থায়ী প্ল্যান্ট ও মেশিনারি এবং অন্যান্য ফিক্সচার ও ফিটিংস (বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উভয়ই) সম্বলিত স্থাবর সম্পত্তি। এটি পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের এস.বি. গরাই রোডে অবস্থিত ক্ষ্মকামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্টক্ষ্ম নামক ছয় তলা ভবনের একতলায় অবস্থিত, যার প্রতিটি তলায় বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এবং একতলায় দোকান/পার্কিং স্পেস রয়েছে। এটি থানা- আসানসোল(দক্ষিণ), মহকুমা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস-আসানসোলের অধীনে, মৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং ৪৩, জে.এল. নং ২০, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার অধীনে, আর.এস. খতিয়ান নং ১২২২৪ এবং ৪০৫৫ এবং এর অন্তর্ভুক্ত আর.এস. দাগ নং ২২৬৬২ (পরিমাপ ০.০০৫ একর), ২২৬৬৩ (পরিমাপ ০.০৯৬ একর) এবং ২২৬৬৪ (পরিমাপ ০.০৪৪ একর) এর অন্তর্গত মোট ০.১৪৫ একর জমি।
৩. যেহেতু আপনি উক্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলির অধীনে ব্যাংকে আপনার বকেয়া পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন, তাই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের জারি করা নির্দেশ/নির্দেশিকা অনুসারে ১৪-০৪-২০২৬ তারিখ থেকে আমরা আপনার অ্যাকাউন্টকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) বা অকার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরোক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ৭,৬৯,৩৫৬.৩০ টাকা **(সাত লক্ষ উনসত্তর হাজার তিনশো ছাপ্পান্ন টাকা এবং ত্রিশ পয়সা)** এবং সেই সাথে **মাসিক** বিশ্রামের সাথে চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক **১১.১০** অতিরিক্ত সুদ এবং আপনার দ্বারা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় প্রদান করে ব্যাংকের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি, অন্যথায় অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আমরা সম্পূর্ণ আপনার ঝুঁকিতে খরচ এবং পরিণতির জন্য উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাংকের উপর ন্যস্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করব।
৫. উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকে প্রযোজ্য সুদ এবং পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ প্রদান করে উপরের মতো আপনার দায়বদ্ধতা মুক্ত করার এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি, অনুগ্রহ করে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লক্ষ্য করুন যে, সারফায়েসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুযায়ী, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার অধিকার আপনার কাছে শুধুমাত্র সর্বজনীন নিলামের নোটিশ প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বা ইজারা, অর্পণ বা সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য জনসাধারণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির কাছ থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণের তারিখ পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করে প্রাপ্ত অর্থ প্রথমে আমাদের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং/অথবা এর সাথে প্রাসঙ্গিক আনুষঙ্গিক ব্যয়ের পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং দ্বিতীয়ত এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ সহ উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং ব্যাংকের সম্পূর্ণ বকেয়া (আপনার অন্য যেকোনো বকেয়া সহ, তা ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসেবে যাই হোক না কেন) সম্পূর্ণরূপে আদায় হওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, তা আপনাকে প্রদান করা হবে।
৭. সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় প্রাপ্ত অর্থ থেকে যদি উক্ত বকেয়া সম্পূর্ণরূপে আদায় না হয়, তবে আমরা আপনার কাছ থেকে এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আনুষঙ্গিক খরচ সহ বকেয়া ব্যালেন্স আদায়ের জন্য ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কোর্টে আইনি/পুনরুদ্ধার মামলা দায়ের করাসহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করি।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুসারে এই নোটিশ প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহার, বন্ধক বা অন্য কোনো উপায়ে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদগুলির উপর কোনো দায়ভার হস্তান্তর বা তৈরি করতে পারবেনবিধা পাবেন না।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করতে এবং পূর্বোক্ত আইনের ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক।
১০. বলার অপেক্ষা রাখে না যে ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাত ছাড়াই এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে
স্থান: আসানসোল নাম: তুহিন কুমার গোস্বামী
তারিখ: ০৩.০৬.২০২৬ পদমর্যাদা- চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার

বৈঙ্ক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২।
ফোন নং-০৩৪২-২৬৬৫৭০৩। ইমেইল: bardhaman assetrecovery@bankofindia co in

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

(যে ঋণগ্রহীতা তার সম্পদ/সম্পত্তির উপর কোনো সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করেছেন তার প্রতি। এই নোটিশের একটি অনুলিপি সেই জামিনদার(গণ)-কেও দেওয়া হবে যিনি তার সম্পদ/সম্পত্তির উপর কোনো সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করেননি)
প্রতি,
শ্রীমতী সুনিতা সিং
স্বামী- দেবেন্দ্র সিং, এস বি গরাই রোড, রাঙ্গানিয়া পাড়া, বিরিঞ্চিলাল ভবনের কাছে, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন- ৭১৩৩০৩
সহ-ঋণগ্রহীতা
শ্রী দেবেন্দ্র সিং
পিতা- স্বর্গীয় মতিলাল সিং, এস বি গরাই রোড, রাঙ্গানিয়া পাড়া, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন- ৭১৩৩০৩
(বন্ধকদাতা)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. আপনার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যাংক আপনাকে মোট **২১,০০,০০০.০০ টাকার** বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করেছে। আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধার বিবরণ এবং এই নোটিশের তারিখ পর্যন্ত তার বকেয়া পাওনা নিচে দেওয়া হল:-

সুবিধার ধরন	অনুমোদিত সীমা	বকেয়া পাওনা
(ক) সম্পত্তি বন্ধকি ঋণ (অ্যাকাউন্ট নং: ৪২০০৬২৬১০০০০০৪৬)	২১,০০,০০০.০০ টাকা	২০,৩৬,৭৫৩.২০ টাকা সহ ২২-০৫-২০২৬ তারিখ থেকে সুদ ও চার্জ

২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত সম্পদ/সিকিউরিটি দ্বারা সুরক্ষিত (ব্যাংকের কাছে চার্জ করা সম্পত্তি/সম্পদের বিবরণ)-- ৩৭৯ বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ এলাকা বিশিষ্ট একটি দোকান ঘরের সম্পত্তি, যা শ্রী দেবেন্দ্র সিং (সহ-ঋণগ্রহীতা) পিতা স্বর্গীয় মতিলাল সিং-এর নামে ২০০৪ সালের রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং আই-৩৯৩১ দ্বারা নিবন্ধিত। এটি কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্টের একতলায় অবস্থিত, যার মৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, জে.এল. নং- ২০, সি.এস. দাগ নং- ৮৯২০, ৮৯২১, আর.এস. দাগ নং- ২২৬৬২, ২২৬৬৩ এবং ২২৬৬৪ আর.এস. খতিয়ান নং- ১২২২৪ এবং ৪০৫৫, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে হোল্ডিং নং- ১৮৫/নতুন, ওয়ার্ড নং- ১৭, এস বি গরাই রোড, সুকান্ত পার্কের বিপরীতে, পোঃ-উষাগ্রাম, থানা- আসানসোল(দক্ষিণ), জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৩।
৩. যেহেতু আপনি উক্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলির অধীনে ব্যাংকে আপনার বকেয়া পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন, তাই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের জারি করা নির্দেশ/নির্দেশিকা অনুসারে ২২-০৫-২০২৬ তারিখ থেকে আমরা আপনার অ্যাকাউন্টকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট বা অকার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরোক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ২০,৩৬,৭৫৩.২০ টাকা **(বিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার সাতশো তিপ্পান্ন টাকা এবং কুড়ি পয়সা)** এবং সেই সাথে মাসিক বিশ্রামের সাথে চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক **৯.৩৫** অতিরিক্ত সুদ এবং আপনার দ্বারা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় প্রদান করে ব্যাংকের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি, অন্যথায় অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আমরা সম্পূর্ণ আপনার ঝুঁকিতে খরচ এবং পরিণতির জন্য উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাংকের উপর ন্যস্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করব।
৫. উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকে প্রযোজ্য সুদ এবং পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ প্রদান করে উপরের মতো আপনার দায়বদ্ধতা মুক্ত করার এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি, অনুগ্রহ করে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লক্ষ্য করুন যে, সারফায়েসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুযায়ী, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার অধিকার আপনার কাছে শুধুমাত্র সর্বজনীন নিলামের নোটিশ প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বা ইজারা, অর্পণ বা সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য জনসাধারণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির কাছ থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণের তারিখ পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করে প্রাপ্ত অর্থ প্রথমে আমাদের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং/অথবা এর সাথে প্রাসঙ্গিক আনুষঙ্গিক ব্যয়ের পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং দ্বিতীয়ত এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ সহ উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং ব্যাংকের সম্পূর্ণ বকেয়া (আপনার অন্য যেকোনো বকেয়া সহ, তা ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসেবে যাই হোক না কেন) সম্পূর্ণরূপে আদায় হওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, তা আপনাকে প্রদান করা হবে।
৭. সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় প্রাপ্ত অর্থ থেকে যদি উক্ত বকেয়া সম্পূর্ণরূপে আদায় না হয়, তবে আমরা আপনার কাছ থেকে এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আনুষঙ্গিক খরচ সহ বকেয়া ব্যালেন্স আদায়ের জন্য ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কোর্টে আইনি/পুনরুদ্ধার মামলা দায়ের করাসহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করি।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুসারে এই নোটিশ প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহার, বন্ধক বা অন্য কোনো উপায়ে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদগুলির উপর কোনো দায়ভার হস্তান্তর বা তৈরি করতে পারবেন না।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করতে এবং পূর্বোক্ত আইনের ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক।
১০. বলার অপেক্ষা রাখে না যে ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাত ছাড়াই এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে
স্থান: আসানসোল নাম: তুহিন কুমার গোস্বামী
তারিখ: ০৩.০৬.২০২৬ পদমর্যাদা- চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank

রিজিওনাল অফিস: দুর্গাপুর
ইউসিপি-২৩, বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬,
ফোন নং - ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

লীজে প্রেমিসেস প্রয়োজন

ব্যাঙ্কের আবশ্যক মতে- পরিমাণ **৪০০০ থেকে ৬০০০ বর্গফুট কমবেশি এবং ±১০ শতাংশ** কার্পেট এরিয়া (অগ্রাধিকার একটি তল) এবং পর্যাপ্ত পার্কিং স্পেস সহ **মজবুতভাবে তৈরি বাণিজ্যিক প্রেমিসেস সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর** এলাকায় (সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর থেকে ৪ কিমি ব্যাসার্ধে), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ আবশ্যক।
আরও বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx বা ই-প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল www.eprocure.gov.in/epublish/app দেখুন **নির্ধারিত ফরম্যাটে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১০.০৭.২০২৬ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত।**
"প্রযুক্তিগত বিড" এবং **"প্রাইস বিড"** অফার সহ কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ড্রয়িং **দুটি আলাদা সিল করা কভারে গৃহীত হবে যা ১. প্রযুক্তিগত বিড ২. প্রাইস বিড** শীর্ষাঙ্কিতভাবে। সম্পূর্ণরূপে পূরণকৃত ফর্মটি আঞ্চলিক অফিস, ইউসিপি-২৩, বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬ ফোন - ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২ **১০.০৭.২০২৬ বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে** দাখিল করতে হবে।
টেকনিকাল বিড **১০.০৭.২০২৬ তারিখে বিকাল ০৫.০০টা** ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস দুর্গাপুর ঠিকানায় খোলা হবে। দরপত্র খোলার সময় জমির মালিক/তাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকতে পারেন। **কোন দালাল বা মধ্যস্থতাকারীর থাকার অনুমতি নেই।**
কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোন বা সকল বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

বৈঙ্ক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, এস্টেট ডিপার্টমেন্ট
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধাননগর - ৭১৩২১২
যোগাযোগ নং - ৮৯৬৭৮৪৬৭৬৬ ইমেল : Bardhaman.Estate@bankofindia.bank.in

ভাড়া/লিজের ভিত্তিতে প্রেমিসেস আবশ্যক

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বর্ধমান জোনাল অফিস কর্তৃক দুর্গাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২০৬ এর ফুলঝোর জেমুয়া জিপি অধীন একতলায় ১০০০-১২৫০ বর্গফুট(আনুমানিক) সুগঠিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে আহূত হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট "টেন্ডার" বা আমাদের জোনাল অফিস উক্ত ঠিকানায় আমাদের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.bank.in** দেখুন।
দুই মুখবন্ধ খামে আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ **৩০ জুন ২০২৬ বিকেল ৪ টা** পর্যন্ত।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ ব্যতীতই যেকোনও বা সকল ডাক বাতিলের অধিকার রাখে।
জোনাল ম্যানেজার
বিওআই বর্ধমান জোন

Indian Bank

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৯.০৪.২০২৬** তারিখে **শ্রী পার্থ প্রধান (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী মালা সাহা (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** ২এ, ৩য় তল, মৌচাক অ্যাপার্টমেন্ট, এনপি ৪/১৯, নেতাজি পল্লী, সারদা আশ্রমের নিকট, জ্যাংরা, অশ্বিনী নগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৫৯ কলকাতা বি কে পাল এভিনিউ শাখা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৬,১৪,৩৯৭ টাকা (ষোলো লাখ চোদ্দ হাজার তিনশ সাতানব্বই টাকা)** উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৬ জুন ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১৬,০৬,৬১৮.০০ টাকা (ষোলো লাখ ছয় হাজার ছশো আঠার টাকা) ১৬.০৬.২০২৬ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৭৬১২৬৭৪৯, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৭৪৬৩৮৬২৫

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের (মার্বেল মেঝে লিফট সুবিধা সহ) ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫০ বর্গফুট কমবেশি , ১ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, নং ২/ই, তিনতলায় দক্ষিণ পূর্ব দিকে, জি-৫ তলা ভবনে নাম পরিচিত আশা অ্যাপার্টমেন্ট, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ০৬ কাঠা ১২ ছটাক ০৫ বর্গফুট, অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ৮৮, নবনিকেতন, পো : অশ্বিনীনগর, থানা : বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০১৫৯, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বিধাননগর পুরসভা অধীন, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী কালিদাস হীরা এর জমি। **দক্ষিণে :** শ্রী কালিদাস হীরা এর জমি, **পূর্বে :** ভোলা পালের জমি। **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সড়ক।
সম্পত্তি শ্রী পার্থ প্রধান এবং শ্রীমতি মালা সাহা এর নামে।

তারিখ : ১৬.০৬.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈঙ্ক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২।
ফোন নং-০৩৪২-২৬৬৫৭০৩। ইমেইল: bardhaman assetrecovery@bankofindia co in

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

(যে ঋণগ্রহীতা তার সম্পদ/সম্পত্তির উপর কোনো সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করেছেন তার প্রতি। এই বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি সেই জামিনদার(গণ) -কে প্রদান করা হবে যিনি তার সম্পদ/সম্পত্তির উপর কোনো সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করেননি)
প্রতি,
শ্রী সীতারাম সিং
পিতা- মতিলাল সিং, এস বি গরাই রোড, রাঙ্গানিয়া পাড়া, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন- ৭১৩৩০৩
সহ-ঋণগ্রহীতা-শ্রীমতী পুনম সিং
স্বামী- সীতারাম সিং, এস বি গরাই রোড, রাঙ্গানিয়া পাড়া, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন- ৭১৩৩০৩
(সহ-ঋণগ্রহীতা)
জামিনদার
শ্রী বিশরাম সিং, পিতা- মতিলাল সিং, এস বি গরাই রোড, রাঙ্গানিয়া পাড়া, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন- ৭১৩৩০৩
(বন্ধকদাতা)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. আপনার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যাংক আপনাকে মোট ১৩,০০,০০০.০০ টাকার বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করেছে। আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধার বিবরণ এবং এই নোটিশের তারিখ পর্যন্ত তার বকেয়া পাওনা নিচে দেওয়া হল:-

সুবিধার ধরন	অনুমোদিত সীমা	বকেয়া পাওনা
(ক) সম্পত্তি বন্ধকি ঋণ (অ্যাকাউন্ট নং: ৪২০০৬২৬১০০০০০৪৪)	১৩,০০,০০০.০০ টাকা	১১,৫৯,৬৩৭ টাকা সহ ১৪-০৪-২০২৬ তারিখ থেকে সুদ ও চার্জ

২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত সম্পদ/সিকিউরিটি দ্বারা সুরক্ষিত (ব্যাংকের কাছে চার্জ করা সম্পত্তি/সম্পদের বিবরণ):- ৮৭৩ বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ এলাকা বিশিষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যা শ্রী বিশরাম সিং (গ্যারান্টার) পিতা স্বর্গীয় মতিলাল সিং-এর নামে ২০০৪ সালের রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং- আই-৬২৩০ দ্বারা নিবন্ধিত। এটি ফ্ল্যাট নং-০৩, ২য় তলা, কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থিত, যার মৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, জে.এল. নং-২০, আর.এস. দাগ নং-২২৬৬২, ২২৬৬৩ এবং ২২৬৬৪, আর.এস. খতিয়ান নং-১২২২৪ এবং ৪০৫৫, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং-৪৩, এস বি গরাই রোড, পোঃ-উষাগ্রাম, থানা- আসানসোল(দক্ষিণ), জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৩।
৩. যেহেতু আপনি উক্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলির অধীনে ব্যাংকে আপনার বকেয়া পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন, তাই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের জারি করা নির্দেশ/নির্দেশিকা অনুসারে ১৪-০৪-২০২৬ তারিখ থেকে আমরা আপনার অ্যাকাউন্টকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) বা অকার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরোক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ১১,৫৯,৬৩৭ টাকা (এগারো লক্ষ উনষাট হাজার ছয়শো সাঁইত্রিশ টাকা) এবং সেই সাথে মাসিক বিশ্রামের সাথে চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক **১১.১০** অতিরিক্ত সুদ এবং আপনার দ্বারা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় প্রদান করে ব্যাংকের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি, অন্যথায় অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আমরা সম্পূর্ণ আপনার ঝুঁকিতে খরচ এবং পরিণতির জন্য উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাংকের উপর ন্যস্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করব।
৫. উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকে প্রযোজ্য সুদ এবং পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ প্রদান করে উপরের মতো আপনার দায়বদ্ধতা মুক্ত করার এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি, অনুগ্রহ করে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লক্ষ্য করুন যে, সারফায়েসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুযায়ী, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার অধিকার আপনার কাছে শুধুমাত্র সর্বজনীন নিলামের নোটিশ প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বা ইজারা, অর্পণ বা সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য জনসাধারণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির কাছ থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণের তারিখ পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করে প্রাপ্ত অর্থ প্রথমে আমাদের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং/অথবা এর সাথে প্রাসঙ্গিক আনুষঙ্গিক ব্যয়ের পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং দ্বিতীয়ত এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ সহ উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং ব্যাংকের সম্পূর্ণ বকেয়া (আপনার অন্য যেকোনো বকেয়া সহ, তা ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসেবে যাই হোক না কেন) সম্পূর্ণরূপে আদায় হওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, তা আপনাকে প্রদান করা হবে।
৭. সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় প্রাপ্ত অর্থ থেকে যদি উক্ত বকেয়া সম্পূর্ণরূপে আদায় না হয়, তবে আমরা আপনার কাছ থেকে এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আনুষঙ্গিক খরচ সহ বকেয়া ব্যালেন্স আদায়ের জন্য ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কোর্টে আইনি/পুনরুদ্ধার মামলা দায়ের করাসহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করি।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুসারে এই নোটিশ প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহার, বন্ধক বা অন্য কোনো উপায়ে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদগুলির উপর কোনো দায়ভার হস্তান্তর বা তৈরি করতে পারবেন না।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করতে এবং পূর্বোক্ত আইনের ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক।
১০. বলার অপেক্ষা রাখে না যে ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাত ছাড়াই এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে
স্থান: আসানসোল নাম: তুহিন কুমার গোস্বামী
তারিখ: ০৩.০৬.২০২৬ পদমর্যাদা- চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার

বৈঙ্ক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২।
ফোন নং-০৩৪২-২৬৬৫৭০৩। ইমেইল: bardhaman assetrecovery@bankofindia co in

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

(যে জামিনদার/গণ তার/তাদের সম্পদ/সম্পত্তির উপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করেছেন তাদের প্রতি)
প্রতি,
শ্রী বিশরাম সিং
পিতা- মতিলাল সিং, এস বি গরাই রোড, রাঙ্গানিয়া পাড়া, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭১৩৩০৩
জামিনদার(গণ)-বন্ধকদাতা(গণ)

১. আপনি অবগত আছেন যে ব্যাংক শ্রী সীতারাম সিং (মূল ঋণগ্রহীতা)-কে মোট ১৩,০০,০০০ টাকার বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করেছে, যার জন্য আপনি গ্যারান্টার হিসেবে দাঁড়িয়েছেন এবং মূল ঋণগ্রহীতা কর্তৃক উক্ত অর্থের যথাযথ পরিশোধ এবং সমস্ত সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধের গ্যারান্টি দিয়ে ২২-১১-২০২৩ তারিখের গ্যারান্টি পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধার বিশদ বিবরণ এবং এই নোটিশের তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পাওনা নিচে দেওয়া হল:-

সুবিধার ধরন	অনুমোদিত সীমা	বকেয়া পাওনা
(ক) সম্পত্তি বন্ধকি ঋণ (অ্যাকাউন্ট নং: ৪২০০৬২৬১০০০০০৪৪)	১৩,০০,০০০.০০ টাকা	১১,৫৯,৬৩৭ টাকা সহ ১৪-০৪-২০২৬ তারিখ থেকে সুদ ও চার্জ

২. আপনি অবগত আছেন যে উক্ত মূল ঋণগ্রহীতাকে আমাদের প্রদত্ত বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা পরিশোধের জন্য আপনি ব্যাংকের অনুকূলে নিম্নলিখিত সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন।
৩. ৮৭৩ বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ এলাকা বিশিষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যা শ্রী বিশরাম সিং (জামিনদার) পিতা স্বর্গীয় মতিলাল সিং-এর নামে ২০০৪ সালের রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং আই-৬২৩০ দ্বারা নিবন্ধিত। এটি ফ্ল্যাট নং-০৩, ২য় তলা, কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থিত, যার মৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, জে.এল. নং-২০, আর.এস. দাগ নং-২২৬৬২, ২২৬৬৩ এবং ২২৬৬৪, আর.এস. খতিয়ান নং-১২২২৪ এবং ৪০৫৫, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং-৪৩, এস বি গরাই রোড, পোঃ-উষাগ্রাম, থানা- আসানসোল(দক্ষিণ), জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৩।
৪. যেহেতু মূল ঋণগ্রহীতা উক্ত সুবিধাগুলির অধীনে তার/তাদের দায় পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন, তাই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের জারি করা নির্দেশ/নির্দেশিকা অনুসারে ১৪-০৪-২০২৬ তারিখে আমরা অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি।
৫. আমরা আপনাকে জানাচ্ছি যে, ব্যাংকের বকেয়া পরিশোধের জন্য আমাদের বারবার দাবি/অনুরোধ সত্ত্বেও, মূল ঋণগ্রহীতা এখনও পর্যন্ত তা পরিশোধ করেনি। সুতরাং, গ্যারান্টার হিসাবে আপনি উক্ত বকেয়া পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ হয়েছেন।
৬. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরোক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ১১,৫৯,৬৩৭ টাকা (নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক বকেয়া) এবং সেই সাথে মাসিক বিশ্রামের সাথে চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক ১১.১০ অতিরিক্ত সুদ এবং আপনার দ্বারা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় প্রদান করে ব্যাংকের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি, অন্যথায় অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আমরা সম্পূর্ণ আপনার ঝুঁকিতে খরচ এবং পরিণতির জন্য উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাংকের উপর ন্যস্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করব।
৭. উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকে প্রযোজ্য সুদ এবং পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ প্রদান করে উপরের মতো আপনার দায়বদ্ধতা মুক্ত করার এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি, অনুগ্রহ করে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লক্ষ্য করুন যে, সারফায়েসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুযায়ী, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার অধিকার আপনার কাছে শুধুমাত্র সর্বজনীন নিলামের নোটিশ প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বা ইজারা, অর্পণ বা সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য জনসাধারণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির কাছ থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণের তারিখ পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে।
৮. সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় প্রাপ্ত অর্থ থেকে যদি উক্ত বকেয়া সম্পূর্ণরূপে আদায় না হয়, তবে আমরা আপনার কাছ থেকে এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আনুষঙ্গিক খরচ সহ বকেয়া ব্যালেন্স আদায়ের জন্য ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কোর্টে আইনি/পুনরুদ্ধার মামলা দায়ের করাসহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করি।
৯. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুসারে এই নোটিশ প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহার, বন্ধক বা অন্য কোনো উপায়ে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদগুলির উপর কোনো দায়ভার হস্তান্তর বা তৈরি করতে পারবেন না।
১০. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করতে এবং পূর্বোক্ত আইনের ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক।
১১. বলার অপেক্ষা রাখে না যে ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাত ছাড়াই এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে
স্থান: আসানসোল নাম: তুহিন কুমার গোস্বামী
তারিখ: ০৩.০৬.২০২৬ পদমর্যাদা- চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার

টেলিগ্রামে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আর্জি খারিজ দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন: নিটের পুনঃপরীক্ষাকে সামনে রেখে টেলিগ্রাম অ্যাপের ওপর কেন্দ্রের জারি করা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লি হাই কোর্ট। বিচারপতি তেজস কারিয়ার বেঞ্চ জানিয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি আইন অনুযায়ী কেন্দ্র সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে আইনি কোনও ত্রুটি নেই।

আদালত জানায়, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৯এ ধারার বিধান মেনেই কেন্দ্র টেলিগ্রামের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। টেলিগ্রামের তরফে দাবি করা হয়েছিল, নিষেধাজ্ঞার পর্যাপ্ত কারণ জানানো হয়নি। সেই যুক্তিও আদালত গ্রহণ করেনি। গত ১৮ জুন শুনানি শেষে রায় সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। শুনানিতে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে বলেন, টেলিগ্রাম কার্যত 'নতুন ডার্ক ওয়েবে' পরিণত হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন বেআইনি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করাও তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে।

কেন্দ্রের হলফনামায় দাবি করা হয়, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় টেলিগ্রামের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছিল। সেই কারণেই পরীক্ষা বাতিল করতে হয়। পুনঃপরীক্ষা যাতে স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেই লক্ষ্যেই তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক ২২ জুন পর্যন্ত টেলিগ্রাম পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি ৩০ জুন পর্যন্ত বার্তা সম্পাদনার (এডিট) সুবিধাও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল আর. ভেঙ্কটরামণি বলেন, জনস্বার্থে এবং পরীক্ষার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য, অন্য সামাজিক মাধ্যমগুলির নিজস্ব নজরদারি ব্যবস্থা থাকলেও টেলিগ্রামের ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থা কার্যকর নয়। অন্যদিকে টেলিগ্রামের দাবি ছিল, তথ্যপ্রযুক্তি বিধির ৯ নম্বর নিয়মে শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতেই এই ধরনের পদক্ষেপের সুযোগ রয়েছে। তাদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চ্যানেল ব্লকের ক্ষেত্রে সুপারিশই করেনি, অথচ কেন্দ্র ৬৯এ ধারা প্রয়োগ করেছে। সংস্থার আরও বক্তব্য ছিল, ভারতে তাদের প্রায় ১৫ কোটি ব্যবহারকারী রয়েছেন এবং এই সিদ্ধান্তে সাধারণ ব্যবহারকারীরাই সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বেন।

উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় টেলিগ্রামের ভূমিকার অভিযোগ সামনে আসার পরই কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক অ্যাপটির ওপর ২২ জুন পর্যন্ত সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। একইসঙ্গে ৩০ জুন পর্যন্ত বার্তা সম্পাদনার সুবিধা বন্ধ রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়। সেই নির্দেশকেই দিল্লি হাই কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছিল টেলিগ্রাম।

পাকিস্তানি গ্যাংস্টারের সঙ্গে জড়িত ২ সন্দেহভাজন বুলন্দশহরে গ্রেপ্তার

বুলন্দশহর/লখনউ, ১৯ জুন: দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে উত্তর প্রদেশের অ্যান্টি-টেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস) বুলন্দশহর থেকে দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে 'স্লিপার সেল' তৈরি করা, এলাকায় আতঙ্ক ও ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকার রেকি (নজরদারি) করার মতো মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

উত্তর প্রদেশের অতিরিক্ত পুলিশ মহানির্দেশক (এডিজি-আইনশৃঙ্খলা) অমিতাভ যশ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, পাকিস্তানি গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাট্টি এবং আবিদ জাটের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে এটিএস-এর ধারাবাহিক অভিযানের অংশ হিসেবেই এই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম মহম্মদ ওমর এবং ফৈজান। ধৃত দু'জনই বুলন্দশহরের আকবরপুর গ্রামের বাসিন্দা। এটিএস-এর প্রাথমিক তদন্ত এবং গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, এই দুই অভিযুক্ত বুলন্দশহরে নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে 'স্লিপার সেল' হিসেবে কাজ করছিল। সবথেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য হলো, ধৃতরা সরাসরি পাকিস্তানি সন্ত্রাসী শাহজাদ ভাট্টি এবং হ্যান্ডলার আবিদ জাটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। তদন্তে জানা গেছে, ধৃতদের মূল দায়িত্ব ছিল বুলন্দশহরের বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানি ডন আবিদ জাটের পোস্টার সাঁটানো এবং সেই পোস্টার লাগানোর ভিডিও তৈরি করে পাকিস্তানে পাঠানো। এই কাজের বিনিময়ে তাদের মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়ার টোপ দেওয়া হয়েছিল। এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করাই ছিল এদের মূল উদ্দেশ্য। এ ছাড়া, তাদের আর্মি ক্যান্টনমেন্টের মতো সংবেদনশীল ও স্ট্র্যাটেজিক সামরিক এলাকাগুলির রেকি করার সুনির্দিষ্ট টাস্ক দেওয়া হয়েছিল। ধৃতদের কাছ থেকে আবিদ জাটের একাধিক পোস্টার, ভিডিও এবং অন্যান্য ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে এটিএস এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। এই দুই সন্দেহভাজন পাকিস্তান থেকে আর কী কী নির্দেশ পাচ্ছিল এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে এই নেটওয়ার্কের শিকড় কতদূর ছড়িয়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। আগামী দিনগুলিতে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও বেশ কিছু বড়সড় তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

জি-৭-এর চাপ উড়িয়ে উঃ কোরিয়ার বার্তা, পরমাণু কর্মসূচিতে বদল নয়

পিয়ংইয়ং/ইস্তানবুল, ১৯ জুন: উত্তর কোরিয়ার পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আন্তর্জাতিক চাপ যতই বাড়ুক, নিজেদের অবস্থান থেকে একচুলও সরবে না পিয়ংইয়ং। জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে উত্তর কোরিয়ার সম্পূর্ণ পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানানো হলেও, তার পালটা জবাবে দেশটির শীর্ষ নেতা কিম জং উনের বোন এবং ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের অন্যতম প্রভাবশালী মুখ কিম ইয়ো জং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, উত্তর কোরিয়ার পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর বদলানোর নয়।

জানা গিয়েছে, পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডারকে পিয়ংইয়ং জাতীয় নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে দেখে। কিম ইয়ো জংয়ের দাবি, বহিরাগত হুমকির মুখে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই সক্ষমতা গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে বাইরের চাপ বা কূটনৈতিক বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়ার নীতিতে কোনও পরিবর্তন আসবে না। ফ্রান্সের এভিয়াঁ শহরে অনুষ্ঠিত জি-৭ সম্মেলনে সদস্য দেশগুলির নেতারা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব মেনে উত্তর কোরিয়ার সম্পূর্ণ পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে দেশটির ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি, সাইবার অপরাধ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরির মতো কর্মকাণ্ড নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও জোরদারের কথাও বলেন তাঁরা।

এই অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করে কিম ইয়ো জং বলেন, উত্তর কোরিয়ার পরমাণু নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁর কথায়, দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে পিয়ংইয়ং কোনও আপস করবে না। বরং ভবিষ্যতেও আত্মরক্ষার সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার পথেই এগোবে উত্তর কোরিয়া। বিশ্বের সাতটি উন্নত শিল্পোন্নত অর্থনীতির দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও জাপানকে নিয়ে গঠিত জি-৭ দীর্ঘদিন ধরেই উত্তর কোরিয়ার পরমাণু কর্মসূচির

ময়দান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় ভারতীয় স্পিনারের

নতুন বাজি 'আনকোরা' প্রেমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-২০ বিশ্বকাপের শুরুটা ভারতের মহিলা দলের জন্য ছিল স্বপ্নের মতো। টানা দু' ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে স্মৃতি মন্ধানার দল নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিয়েছে। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং, তিন বিভাগেই দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে উইমেন ইন ব্লু। তবে এই সাফল্যের মাঝেই বড় ধাক্কা খেল ভারতীয় শিবির। চোটের কারণে গোটা বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গেলেন দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্পিনার শ্রেয়াঙ্কা পাটিল।

চলতি বিশ্বকাপে ভারতের স্পিন আক্রমণের অন্যতম প্রধান অস্ত্র ছিলেন শ্রেয়াঙ্কা। বিশেষ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের ম্যাচে তাঁর বোলিং বড় ভূমিকা নিয়েছিল। মাঝের ওভারে প্রতিপক্ষের রান আটকে রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেওয়ার ক্ষমতার জন্য তিনি দলের অন্যতম ভরসায় পরিণত হয়েছিলেন। ফলে তাঁর চোট ভারতীয় দলের জন্য নিঃসন্দেহে বড় ক্ষতি। গত বুধবার নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ম্যাচে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে চোট পান শ্রেয়াঙ্কা। নিজের স্পেলের মাত্র একটি বল করার পরই ডান পায়ে গুরুতর চোট লাগে তাঁর।

থরহরি কম্প সিএবি! দুর্নীতির অভিযোগে 'অপারেশন ক্লিন-আপ'-এর ডাক প্রাক্তন সভাপতির

মধুচাকে ঢিল অভিষেকের, ভয় 'ইন' হতেই চাপে সিএবি! ভরসা খুঁজতে পালটা ক্রীড়ামন্ত্রীর দ্বারস্থ সৌরভ

মেঘনাদ

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় সিএবির প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়ার। সঙ্গে রয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ।

বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরমহলে বহুদিন ধরেই নানা বিতর্ক ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু সেই বিতর্ককে প্রকাশ্যে এনে যেন মধুচাকে ঢিল ছুড়ে দিলেন সিএবির প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁকে লেখা তাঁর খোলা চিঠি ঘিরেই এখন উত্তাল ময়দান। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ভুয়ো পরিচয়, অর্থের বিনিময়ে সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি 'স্পোর্টস ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড অ্যান্টি-করাপশন হেল্পলাইন' গঠনের দাবি জানিয়েছেন। অভিষেকের অভিযোগ ছিল, খেলোয়াড়দের সুযোগ পাইয়ে দিতে অর্থ লেনদেন, যোগ্যতা সংক্রান্ত জালিয়াতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো ঘটনা নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। নিজের আমলে প্রায় ৫০ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও তুলে ধরেন তিনি।যদিও কারোরই নাম নেননি তিনি।

এরপরই বিষয়টি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব পায়। শুরু হয় জলঘোলা। ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ জানান, অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হবে। শুধু তাই নয়, সিএবির তথাকথিত 'থ্রেট কালচার'-এর অভিযোগও তদন্তের আওতায় আনার ইঙ্গিত দেন তিনি। তাঁর বার্তা ছিল স্পষ্ট-'ভয় আউট, ভরসা ইন'।

ক্রীড়ামন্ত্রীর এই মন্তব্যের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর দফতরে হাজির হন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস। বেঙ্গল টি-২০ লিগের ফাইনালের আমন্ত্রণের পাশাপাশি অভিষেকের অভিযোগের পাল্টা ব্যাখ্যাও দেওয়া হয় সিএবির পক্ষ থেকে। সৌরভ-সহ পাঁচ পদাধিকারীর সই করা চিঠিতে দাবি করা হয়, সিএবিতে ইতিমধ্যেই ওমবাডসম্যান ও এথিক্স অফিসারের ব্যবস্থা রয়েছে এবং যে কোনও অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি প্রাক্তন সভাপতির নাম করে প্রশ্ন তোলা হয়, ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা অভিষেক এতদিন কেন কোনও অভিযোগ তুললেন না। সকালে ক্রীড়ামন্ত্রীর ঘরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে যেমন দেখা যায়, তেমনই রাতে আবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সৌজন্য নমস্কার করতে দেখা যায় অভিষেক ডালমিয়াকে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অফিশিয়াল ফ্যাক্ট পেজ থেকে বর্তমান সভাপতি ঠিক কতটা ধোয়া তুলসী পাতা তার প্রচার শুরু হয়ে গেছে। চলছে গুণগানও।

কিন্তু থামেননি অভিষেক। বৃহস্পতিবার ফেসবুকে ফের সরব হয়ে তিনি লেখেন, 'এখন অপারেশন ক্লিন-আপের সময়'। খেলোয়াড় বা অভিভাবকদের কাছ থেকে সুযোগের বিনিময়ে অর্থ দাবি, ভুয়ো পরিচয় এবং জাল নথির অভিযোগকে সামনে এনে তিনি দাবি করেন, অনিয়মের বিরুদ্ধে ভয়মুক্ত অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই হবে।

অভিষেকের এই অবস্থানকে ঘিরেই নতুন করে সামনে এসেছে সিএবির একের পর এক বিতর্ক। যুগ্মসচিব মদন ঘোষের বয়সসীমা পেরিয়েও পদে থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। লোধা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ৭০ বছরের বেশি বয়সে প্রশাসনিক পদে থাকার নিয়ম নেই, অথচ সেই বিতর্ক এখনও জিইয়ে রয়েছে। একইভাবে ভাইস প্রেসিডেন্ট নীতীশ রঞ্জন দত্তের ক্ষেত্রেও বয়স সংক্রান্ত প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে, সিএবি কর্মী মনোজিৎ মৌলিকের বিরুদ্ধে প্রাক্তন বাংলা অধিনায়ক প্রণব রায়ের ১০ কোটি টাকার মানহানির মামলাও সংগঠনকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। আদালতের অন্তর্বর্তী নির্দেশে সংশ্লিষ্ট ফেসবুক পোস্ট সরানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাও সিএবির ভাবমূর্তির উপর নতুন করে প্রশ্নচিহ্ন ফেলেছে। সব মিলিয়ে, অভিষেক ডালমিয়ার খোলা চিঠি শুধু একটি অভিযোগপত্র নয়, বরং সিএবির অন্দরের জমে থাকা অসন্তোষ, বিতর্ক এবং প্রশাসনিক প্রশ্নগুলিকে একসঙ্গে সামনে এনে দিয়েছে। আর সেই কারণেই ময়দানে এখন সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বনাম অভিষেক ডালমিয়া। সামনে যুগ্মসচিব নির্বাচন। আজ সন্ধে সাতটায় অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক ডাকা হয়েছে। যেখানে স্পেশাল জেনারেল মিটিংয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হবে। তার আগে এই সংঘাত যে আরও তীব্র হতে চলেছে, তা বলাই যায়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নংঃ বিএমএফ-০৩-১০-মেশিনিং-৩০০, তারিখঃ ১৬.০৬.২০২৬। ডেপুটি সিএমই/বিএমএফ, পূর্ব রেলওয়ে, ৮৮/১, অধর দাস রোড, বজবজ, কলকাতা-৭০০১৩৭, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নামঃ** কাজের পরিধি অনুসারে ফার্মের প্রান্তে ৫-অ্যাক্সিস মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে এলএইচবি বগি ফ্রেম মেশিনিং। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমানঃ** 1,97,05,500। **বায়নামূল্যঃ** 3,94,100। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৮.০৭.২০২৬ তারিখ বেলা ৩টা। **বিড শুরুর তারিখঃ** ২৪.০৬.২০২৬। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময়ঃ** ১৬.০৬.২০২৬ বেলা ৩.৩২ মিনিট। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ১২০ দিন। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখান থেকে টেন্ডারপত্র ডাউনলোড করা যাবেঃ **www.ireps.gov.in**। বিডারগণ শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হবে তা অগ্রাহ্য হবে।
(MISC-80/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১৭.০৬.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ক্র.নং.-১। **টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১১০-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** নিউ আলিপুর-এঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার [ওয়ার্কস]/II/ শিয়ালদহ-এর অধীনে নিউ আলিপুর রেলওয়ে অফিসার্স কলোনির বিভিন্ন ব্লকে দুটি টাইপ-IV ফ্ল্যাটকে একটি ফ্ল্যাটে একত্রিত করার পর সামগ্রিক সংস্কার ও মেরামতি এবং অন্যান্য আণুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৭৯,৩২,৭৪২.২৮ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,৫৮,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১০ (দশ) মাস। ক্র.নং.-২। **টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১১১-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/II/ শিয়ালদহ-এর অধীনে নিউ আলিপুরে ব্লক নং ৭-বি-তে পুরানো ও বয়স অতিক্রান্ত প্যাসেঞ্জার কাম গুডস লিফ্‌ট বদল। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩৪,০৯,৫৮০.৪৯ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ৬৮,২০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৭.২০২৬ দুপুর ৩টা** (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। ভারতীয় রেলওয়ের ২০২২ সালের চুক্তির আদর্শ সাধারণ শর্তাবলী অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **১৪.০৭.২০২৬-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)।
(SDAH-88/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE INVITING TENDER FOR WORKS CONTRACT
NIT No.: FUL/519(8)/ 15thCFC/2025-26
Date: 18.06.2026
Tender is invited through only from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s). Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of Government of West Bengal (www.wbtenders.gov.in).
Sd/- Prodhan
Fulsara Gram Panchayat
Bakchara, North 24 Parganas

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (এসএন্ডটি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০/০৭/২০২৬ তারিখ ১১:০০ টা। বিস্তারিত তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। **ক্র.নং; টেন্ডার নোটিশ; কাজের নাম; টেন্ডার মূল্য** যথাক্রমে: **(১); এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৬_২৭_১৯;** আদ্রা ডিভিশনের এসএসই/সিগন্যাল/বাঁকুড়া সেকশনে ৪টি এলসি গেটের ইন্টারলকিং সংক্রান্ত এসএন্ডটি কাজ; ₹ ২,৮০,৭৩,৫১৫.৯২; **(২); এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৬_২৭_১৭;** আদ্রা ডিভিশনে আদ্রায় জেওসি প্রান্তের দিকে কিমি ২৮৩/৫ - কিমি ২৮৩/৭-এর মধ্যে আরএইচএস নির্মাণ সংক্রান্ত এসএন্ডটি কাজ; ₹ ১,৩৭,০৮,২৩৫.৬০; **(৩); সএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৬_২৭_১৮;** আদ্রা ডিভিশনে এসএসই/সিগন্যাল/আদ্রা সেকশনে এলসি গেট আরসি-৫ ও ডিকে-২-এর ইন্টারলকিং সংক্রান্ত এসএন্ডটি কাজ; ₹ ১,৩৮,৮৭,১২০.৮৬
(PR-358)

SECTOR-VI INDUSTRIAL TOWNSHIP AUTHORITY
(UNDER UD&MA DEPARTMENT GOVT. OF WEST BENGAL)
Nabadiganta Bhawan, 5th Floor, GN-20, Street No.-21, Kolkata-700091
Memo No. : 342/SE(C)/SEC-VI/ITA/ NIT/2026-27, Dated : 19.06.2026
Abridged e- NIT NO : SEC-VI/ITA/01 of 2026-27, Dated : 19-06-2026
Online e-Tender is invited by the Superintending Engineer (Civil), Sector-VI ITA for the work mentioned below, from eligible and resourceful contractors with financial capability having credentials as per Eligibility Criteria of the NIT. (A).
Name of the work : Round the clock Operation and Maintenance of 20 MLD capacity Common Effluent Treatment Plant, Unit-5, 6, 7 & 8 (Civil and E&M) including Supply of Chemicals, Lab Testing Chemical, Guarding Arrangement, Sludge Disposal, Gardening, Cleaning and Sweeping etc. within CETP Campus area at Calcutta Leather Complex, Bantala under Sector -VI ITA for 3 (Three) Years in : Rate to be quoted on Turnkey basis (2nd Call).
Tender ID : **2026_UDMA_1028900_1**
(B) Estimated Cost : **Rate to be quoted**;
(C) Bid submission closing date (online) : **17.07.2026** at **17:00 Hrs**. for all the tenders. For details contact the above office or visit the website : **www.wbtenders.gov.in** and **https://wburbanservices.gov.in**. Corrigendum, if any, will be published in website only.
Sd/-
Superintending Engineer (Civil)
Sector - VI ITA

TENDER
District Panchayat & Rural Development Officer, South 24 Parganas inviting tender for security agency for DPT & RC, Baruipur vide tender ID No 2026_DMSP_ 5015648_1 Dated- 17/06/ 2026. For details see the office notice board of DP & RD Section, New Treasury Building Second Floor, Alipore, Kolkata-27 and official website www.s24pgs.gov.in,
Memo No-1894(3)/DICO/S-24 Pgs
Date- 19-06-2026
Sd/-
District Panchayat & Rural Development Officer
South 24 Parganas

NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: **"Repair and Renovation of existing duct of Ductable Air conditiong system of Madinat-ul-Hujjaj campus at New Town, Rajarhat, Kolkata 700160".** Tender No: **WBPWD/AE/BESD-I/e-NIQ-09/26-27** & e-Tender ID No. **2026_WBPWD_5015778_1.** Document Download Closing Date: **29.06.2026 up to 15.00 Hrs.** This is to be noted that a corrigendum regarding closing date has been published. Details may be downloaded **etender.wb.nic.in.**
Sd/-
Assistant Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Sub- Division-I

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Short Notice Inviting Bid (Offline) No: 14 of 2026-2027 of the Executive Engineer, Asansol Division, PWD
Executive Engineer, Asansol Division, P.W.D. invites offline Short NIB for the emergent nature of work for Urgent erection of temporary infrastructure of kitchen, Dining etc. at TDB College – 1 in connection with WB Assembly Election 2026 for CAPF / Tac under Raniganj P.S under Asansol Division, PWD. (NIS Code: 20016898). Last date & time for receipt of application for permission for Participating in the tender – 20.06.2026 up-to 10.30 Hrs. I.S.T.Intending Bidders are requested to visit the website https://www.pwdwb.gov.in or the office of the undersigned for more details. Corrigenda if any will be published in website only.
Sd/-
EE,
PWD, ASANSOL DIVISION

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
A Statutory Authority of the Government of West Bengal
(Under Urban Development & Municipal Affairs Department)
1st Administrative Building, City Centre, Durgapur - 713216
ABRIDGED NOTICE
Auction ID : 2026_WB_5604
Asansol Durgapur Development Authority (ADDA) invites eAuction for Allotment of Land for Industrial Purpose in ADDA Area on Long Term Lease Basis (For 99 Years) [2nd Call].
Last Date of Bid Submission : 30.06.2026
For details visit the eTendering Portal at http://eauction.gov.in or ADDA's website at http://addaonline.in
Sd/- Chief Executive Officer
Asansol Durgapur Development Authority

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
1st Corrigendum Notice of e-NIT No. 02/EE/BD/W&S/KMDA of 2026-27 (4th Call)
Tender ID: 2026_KMDA_1026049_1
With reference to above NIT the following changes have been made. Please read end date & time of Bid submission 25.06.2026 at 13:45 hrs. in place of 12.06.2026 at 15:45 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. (KMDA-143)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T10619(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI & DD. e-NIT
Executive Engineer (Agri-Mechanical), Kalyani (Agri-Mechanical) Division, WRI&DD invites e-tender for following Works-Annual maintenance Contract & Replacement of Computer accessories of Office Computer under Kalyani (Agri-Mechanical) Division, vide e-NIT No. 01(Sl.No.-3) (Retender of Sl. No 2)/2026-2027, TenderID-2026_WRDD_1024042_3. **Last dropping date & time is 27.06.2026 up to 11 A.M.** Intending bidders are requested to visit the website https://etender.wb.nic.in for details.
Sd/-
Executive Engineer (Agri-Mechanical)
Kalyani (Agri-Mechanical) Division
ICA- T10601(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED
Memo No. : WBMSC/4075 Dated: 18/06/2026
Notice Inviting Tender
Bid reference no. - WBMSCL/NIT-537/ 2026, Dated-18/06/2026
Supply, installation, testing & commissioning of LED Signage Board of Academic Building at College of Medicine & Sagore Dutta Hospital, 3rd Call. Last date of submission of bid (online) – 29.06.2026 up to 02.00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbtenders.gov.in on or after 20.06.2026 at 12.00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to info@wbmsc.gov.in
Sd/- General Manager, WBMSCL
ICA- T10607(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 25/06/26 upto 12.00 Noon instead of 19/06/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 29/06/26 at 12.00 Noon instead of 22/06/26 at 12.00 Noon for "Electrical installation work for New Fire Pump station to be installed adjacent to the existing old pumping station & the existing pond in the campus of IPGME&R-SSKM Hospital, Kolkata" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5014804_1. invited by the E.E.-I, KSHED, PW Dte. All documents can be seen / obtained from the websites:tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/-Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.
ICA- T10669(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Bolpur Sub Division, PWD invite online Tender, NIeT No.-03/B of 2026-27 for the work:- Construction of main gate for safety security purposes and for entry of fire vehicles at Bolpur court in the district of Birbhum_2nd Call. Project ID: JD252646704S000 Bid submission start date (online) 18.06.2026 after 5:30 P.M. Bid Submission end date (online) 29.06.2026 upto 2:00 P.M. Tender ID:- 2026_WBPWD_ 5015739_1. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from http://wbtender.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Bolpur Sub Division, PWD
ICA- T10670(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender e-NIT No.-WBPWD/AE-NESD/NIQ-07/2026-27. Tender ID-2026_WBPWD_5015730_1. Name of Work: Day to Day Operation of 2 x 7.5 TR capacity water cooled package Air Conditioning for the Academy Sabhaghar at 1st floor of Paschim Banga Bangla Academy, kolkata-20. (For the period of one year) Bid Submission End Date: 01/07/2026 upto 13-00 p.m.; Website: -https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in Sd/-(A. HOSSAIN) Assistant Engineer, P.W.Dte., Nandan Electrical Sub- Division, 1/1 A.J.C Bose Road, Kol-20.
ICA- T10662(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
Corrigendum
On behalf of the Governor of W.B., critical dates of Sl. 16 of e-NIT No. WBIW/EE/MDD/e-NIT-01(e)/2026-27 has been revised under this Corrigendum as follows: Document Download end date / Bid submission end date: 27.06.2026 till 17.30 Hrs. instead of 17.06.2026. Technical Bid opening date with preliminary result (TBO Sheet): 29.06.2026 after12.00 Hrs. instead of 19.06.2026. All other terms and conditions of the said NIT will remain unchanged. Other details may be had from the office of the undersigned on working days during office hours or on websites www.wbtenders.gov.in & www.wbiwd.gov.in Sd/- Executive Engineer, Mograhat Drainage Division, I&W Dte., Baruipur, South 24 Parganas.
ICA- T10594(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/RGKARESD/P.W.Dte. invites online e-tender for the work **"Supply of license free walkie talkies under R G Kar Electrical SD for internal smooth communication."** e-N.I.Q No.: 31/Q of 26-27. Tender Id: **2026_WBPWD_5015722_1.** Bid Submission Start : 30/06/2026. Bid Submission Closing : 02/07/2026 upto 4:00 P.M. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., R.G.Kar Electrical Sub-Division.
ICA- T10646(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIT No.-WBPWD/AE-NESD/NIQ-06/2026-27. Tender ID-2026_WBPWD_5015719_1. Name of Work: Day to day operation of 1 nos,(G Plus 3) 4 passenger Adams make Variable speed lift installed at Paschim Banga Natya Academy under Nandan Electrical Sub-Division P.W.D Bid Submission End Date: 30/06/2026 upto 13-00 p.m.; Website: -https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in Sd/-(A. HOSSAIN) Assistant Engineer, P.W.Dte., Nandan Electrical Sub- Division, 1/1 A.J.C Bose Road, Kol-20.
ICA- T10663(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Name of work : "SITC of AC machines and allied Electrical Installation work at Labour room of Baghajatin State General Hospital, Jadavpur." Vide Tender ref. no.- WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-03/26-27 and Tender ID: 2026_WBPWD_5014656_1. All terms and conditions of NIQ and BOQ are remain unchanged except following dates : Last date of submission will be on 29/06/2026 up to 12:00 P.M. Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte.
ICA- T10634(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "Annual Maintenance estimate of the Electrical Installation of the Govt. College of Engg. & Ceramic Technology---Providing lift attendant cum operator." Tender No : WBPWD/EE/ 08/IR/T/KCED/II of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5015689_1. Bid Submission end date 02.07.2026 up to 02:00 P.M. Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal, Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division
ICA- T10636(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/RGKARESD/P.W.Dte. invites online e-tender for the work **"SITC of PMI for FDA Panel at Abinash Dutta Maternity Home within the jurisdiction of R.G.Kar MC&H ES-II."** e-N.I.Q No.: 29/Q of 26-27. Tender Id : **2026_WBPWD_5015669_1.** Bid Submission Start : 19/06/2026. Bid Submission Closing : 30/06/2026 upto 4:00 P.M. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., R.G.Kar Electrical Sub-Division.
ICA- T10645(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/EE/S24PED/ eNIT05/2026-27 & WBPWD/EE/S24PED/eNIT06/2026-27 (Tender ID: 2026_WBPWD_5015665_1 & 2026_WBPWD_5015672)
Online Tenders are hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works: Name of Work: **1)** Thorough Repair and Renovation of Electrical Installation and Allied works of BLDO cum BAHC under Bhangore-II Block, South 24 Parganas. **2)** Enhancement of EI work of Toilet Facilities at Court Complex, Kakdwip, South 24 Parganas, Under Kakdwip Electrical Sub-Division. Bid submission start: 22.06.26 at 11:30 A.M. Bid Submission end: 29.06.26 at 01:00 P.M. Bid Opening Date: 01.07.26 at 01:30 P.M. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division
ICA- T10628(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites online e-Tender for the work of "Annual Comprehensive Servicing and Preventive Maintenance of Split and concealed Split type Air-conditioning units and 2 nos 7.5 TR capacity 12 body Mortuary Cooler installed at Serampore Walsh SD Hospital under Serampore Electrical Sub Division in the District of Hooghly. eNIT No. WBPWD/EE/HED/NIeT-69 of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5015750_1. Bid submission start date (online): 18/06/2026 from 5.00 P.M. Bid submission closing date (online): 29/06/2026 upto 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Hooghly Electrical Division
ICA- T10682(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

প্রীতিলতা: দুঃসাহস, আত্মত্যাগ ও স্বাধীনতার এক অগ্নিশিখা

সঞ্জয়কুমার দাস

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কেবল পুরুষ বিপ্লবীদের বীরত্বগাথায় নির্মিত নয়; সেই ইতিহাসের গভীরে জ্বলজ্বল করে কিছু নারীর অসামান্য সাহস ও আত্মদানের কাহিনি। তাঁদের মধ্যেই অন্যতম উজ্জ্বল নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। বয়সে তরুণী, জীবনপথে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আদর্শে বিস্ময়কর দৃঢ়তা তাঁকে ইতিহাসে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রীতিলতা কেবল একজন বিপ্লবী নন, তিনি ঔপনিবেশিক অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক, নারীমুক্তির এক জীবন্ত ভাষ্য।

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয়দের প্রতি ইউরোপীয়দের বর্ণবাদী মনোভাব ছিল প্রকাশ্য। চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাবের সামনে লেখা ছিল কুখ্যাত বাক্য 'Dogs and Indians not allowed।' এই অপমান কেবল একটি বাক্য ছিল না; এটি ছিল সমগ্র জাতির আত্মমর্যাদার ওপর আঘাত। সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই বিপ্লবীরা পরিকল্পনা করেন ক্লাব আক্রমণের। নেতৃত্বে ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন, যাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রীতিলতা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতার নেতৃত্বে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক আক্রমণ। পুলিশ চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেও বন্দি হওয়ার অপমান তিনি মেনে নেননি। ধরা পড়লে সহযোদ্ধাদের তথ্য ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই তিনি সায়ানাইড গ্রহণ করে আত্মাহুতি দেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে, কিন্তু জন্ম নেয় এক অমর কিংবদন্তি।

যে যুগে মেয়েদের জীবন সীমাবদ্ধ ছিল সংসার, লজ্জাবোধ ও সামাজিক বিধিনিষেধে, সেই সময়ে প্রীতিলতার পথচলা ছিল ব্যতিক্রমী। সমাজ যেখানে নারীর অলংকার, বিবাহ ও গৃহজীবনকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দেখত, সেখানে তিনি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ নিতে। তাঁর জীবনের এই সিদ্ধান্ত নারী পরিচয়ের প্রচলিত কাঠামোকে ভেঙে দেয়। তিনি প্রমাণ করেছিলেন সাহস লিঙ্গনির্ভর নয়। দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ এবং আত্মত্যাগের ক্ষমতায় নারীও পুরুষের সমান, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হতে পারে। তাই তাঁর আত্মাহুতি শুধু রাজনৈতিক ঘটনা নয়; এটি সামাজিক বিপ্লবও।

ইতিহাসে অনেক চিঠি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যেমন মহাত্মা গান্ধী-র লেখা চিঠি, অথবা বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তাঁর অ্যাডলফ হিটলার-কে লেখা বার্তা মানবতার আবেদন হিসেবে আলোচিত। আবার বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত-র মাকে লেখা শেষ চিঠি আত্মত্যাগের এক আবেগময় দলিল। একইভাবে জওহরলাল নেহরু তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী-কে লেখা চিঠিতে ইতিহাস ও মানবিকতার শিক্ষা দিয়েছেন।

এই ধারাতেই প্রীতিলতার মাকে লেখা চিঠি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে মৃত্যুভয় নয়, বরং স্বাধীনতার স্বপ্নই মুখ্য হয়ে ওঠে। তিনি মাকে বোঝাতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত শোকের ঊর্ধ্বে রয়েছে জাতির মুক্তি। তাঁর ভাষায় স্পষ্ট ছিল বিশ্বাস যে তাঁর মৃত্যু বহু নারীর মন থেকে ভয় দূর করবে।

প্রীতিলতার চিন্তাজগৎ গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী সাহিত্য ও জীবনী পাঠের মাধ্যমে। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরপুরুষ বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম বসু, এবং কানাইলাল দত্ত-র জীবনকাহিনি তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ছাত্রজীবনেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক লক্ষ্য নয়, এটি আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস-এর মৃত্যুদণ্ড তাঁর মনকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর থেকেই তাঁর বিপ্লবী জীবনের পথ আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যে বীরত্বের যে ধারা, তার কথা স্মরণ করলেই মনে পড়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-এর বীররসাত্মক কাব্যের ঘোষণা। আবার মানবিক শক্তির উৎস হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, ততোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শক্তি।দ প্রীতিলতার জীবন যেন এই দুই ধারার বাস্তব রূপ। তাঁর সংগ্রাম কাব্যের মতোই মহিমান্বিত, আবার মানবিক দৃঢ়তার এক বাস্তব উদাহরণ।

ঢাকায় পড়াশোনার সময় তিনি গোপন বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। পুলিশের নজর এড়াতে পুরুষের বেশ ধারণ পর্যন্ত করেছিলেন। ধলঘাট সংঘর্ষের পর তাঁর নাম পুলিশের তালিকায় উঠে যায়, তবুও তিনি পিছিয়ে যাননি। বরং শেষ অভিযানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন আরও দৃঢ়ভাবে। চট্টগ্রাম আক্রমণ ছিল তাঁর নেতৃত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশ। সেই অভিযানে তিনি শুধু একজন অংশগ্রহণকারী নন, ছিলেন অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু।

প্রীতিলতার মৃত্যু ছিল আত্মসমর্পণ নয়, এক সচেতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। বন্দি হয়ে অপমানিত হওয়ার চেয়ে তিনি বেছে নিয়েছিলেন আত্মত্যাগের পথ। তাঁর এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের সাহস জুগিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ অনেকটাই প্রশস্ত হয়েছিল তাঁর মতো বিপ্লবীদের আত্মদানে।

স্বাধীনতার বহু দশক পর দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে, নতুন প্রজন্ম কতটা মনে রাখে প্রীতিলতাকে? ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে তাঁর নাম থাকলেও তাঁর আদর্শ কি আমাদের সামাজিক চেতনায় জীবন্ত? স্বাধীনতা আজ রাজনৈতিক বাস্তবতা, কিন্তু আত্মমর্যাদা, সাহস এবং দায়িত্ববোধের যে শিক্ষা তিনি রেখে গেছেন, তা এখনও সমান প্রাসঙ্গিক।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জীবন আমাদের শেখায় স্বাধীনতা কেবল অর্জনের বিষয় নয়, এটি রক্ষার দায়ও বয়ে আনে। তিনি প্রমাণ করেছেন বয়স নয়, আদর্শই মানুষকে মহৎ করে তোলে। তাঁর আত্মত্যাগ ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়, যা আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতার পথ নির্মিত হয়েছে অগণিত অগ্নিশিখার আলোয়। সেই অগ্নিশিখার অন্যতম দীপ্ত নাম প্রীতিলতা।

তথ্যঋণ —

- **বীরকন্যা প্রীতিলতা, পূর্ণেন্দু দস্তিদার**
- **বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা, ক্ষীরোদকুমার দত্ত,**
- **প্রীতিলতা, শংকর ঘোষ**
- **প্রীতিলতা, সোনালী দত্ত**
- **চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পুস্তিকা**
- **উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য**

জামাইষষ্ঠী নাকি প্রতিদিনের সুস্থ সম্পর্ক

শুভজিৎ বসাক

বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতিতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে জামাইষষ্ঠী ব্রত পালনের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন এবং ঐতিহ্যে মণ্ডিত। মূলত লোকায়ত 'অরণ্যষষ্ঠী'-র বিবর্তন ও রূপান্তর হিসেবেই এই পার্বণের উৎপত্তি। প্রাচীনকালে যেখানে অরণ্যচারী দেবী ষষ্ঠীর আরাধনা করে সন্তানের দীর্ঘায়ু, নিরাময় ও বংশবৃদ্ধির আকুল প্রার্থনা করা হতো, কালক্রমে তা জামাইকে কেন্দ্র করে এক লৌকিক ও সামাজিক উৎসবে পর্যবসিত হয়। অতীতে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল দুর্গম ও বিপজ্জনক, এবং সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাধ্যবাধকতায় কন্যাসন্তানকে পর করে দেওয়ার পর দীর্ঘকাল দেখা মিলত না, তখন বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে মেয়ে-জামাইকে সাড়ম্বরে বাপের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে এক গভীর পারিবারিক ও মানসিক প্রাসঙ্গিকতা ছিল। পূর্ববর্তী দশকগুলোতে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক কিংবা সীমিত চাকুরিনির্ভর, যেখানে জীবনযাত্রার সূচক ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। মানুষ নিজের সাধ্যের সীমানায় থেকে পুকুরের টাটকা মাছ, গাছের পাকা ফল আর অকৃত্রিম স্নেহে ঘরে তৈরি মিষ্টি দিয়ে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে এই উৎসব উদযাপন করত।

কিন্তু আজকের বিশ্বায়িত আকাশছোঁয়া মূল্যস্ফীতির বাজারে এই পার্বণের প্রাচীন জাঁকজমক টিকিয়ে রাখা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মা-বাবার পক্ষে এক চরম মানসিক ও আর্থিক বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজার সমীক্ষা ও সমাজ-অর্থনীতিবিদদের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই উৎসবের মরসুমে ইলিশ, খাসির মাংস কিংবা মরসুমি ফলের দাম কৃত্রিমভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে ৪০-৬০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। অথচ, আজকের ভোগবাদী সমাজে উৎসবের মূল নির্যাস হারিয়ে গেছে; স্থান করে নিয়েছে 'প্রদর্শনমূলক ভোগ' (Conspicuous Consumption) বা দেখনদারির সংস্কৃতি। একদিনের এই রাজকীয় ভুরিভোজ ও উপহারের কৃত্রিম লৌকিকতা রক্ষা করতে গিয়ে বহু অবসরপ্রাপ্ত, প্রবীণ কিংবা সীমিত আয়ের অভিভাবককে চড়া সুদে ঋণ নিতে হচ্ছে অথবা জীবনের শেষ সম্বল জমানো পুঁজিতে হাত দিতে হচ্ছে; যা বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে এক চরম আত্মঘাতী বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, একদিনের এই কৃত্রিম আতিথেয়তা কি আসলেই একটি মেয়ের সারাবছরের পারিবারিক সুরক্ষার গ্যারান্টি হতে পারে? নাকি এটি কেবলই সমাজের চোখে এক অবাস্তব মুখোশ? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই একদিনের ঘটা করে জামাই আদর আর উপহার আদান-প্রদানের প্রতিযোগিতার আড়ালে যে গভীর সামাজিক ব্যাধি ও বৈষম্য লুকিয়ে আছে, তা বর্তমান যুগের একাধিক মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষায় স্পষ্ট। আধুনিক সম্পর্কের চরম টানাপোড়েন, বিবাহবিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমান গ্রাফ এবং পারিবারিক আদালতের মামলাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে অনুধাবন করা যায় যে, জামাইষষ্ঠীর এই জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনীর সাথে বাস্তব জীবনের যাপনে কোনো সাযুজ্য নেই। জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরো (NCRB) এবং বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার উপাত্ত সাক্ষ্য দেয়, আজও ভারতীয় উপমহাদেশে বিবাহবিচ্ছেদ বা পারিবারিক হিংসার অন্যতম প্রধান অনুঘটক হলো পরোক্ষ যৌতুক বা শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি গ্রাস করার প্রচ্ছন্ন মানসিকতা। বাহ্যিক অবয়বে 'পণপ্রথা বিরোধী' প্রগতিশীলতার বুলি আওড়ালেও, আধুনিক বিয়ের বাজারে অত্যন্ত চতুরতার সাথে 'উপহার' কিংবা 'মেয়ের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা'-র দোহাই দিয়ে গাড়ি, ফ্ল্যাট বা বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার দাবি করার এক অসুস্থ প্রবণতা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

বিয়ের মণ্ডপে কোটি টাকার সজ্জা আর লাখ লাখ টাকার উপহার প্রদর্শনের যে প্রতিযোগিতা সমাজ তৈরি করেছে, তা অধিকাংশ মধ্যবিত্তের সাধ্যের অতীত। 'মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে মাথা উঁচু করে রাখতে হবে' এবং 'সমাজকে নিজের আভিজাত্য দেখাতে হবে'; এই দ্বিমুখী মনস্তাত্ত্বিক চাপের করাল গ্রাসে পড়ে মা-বাবারা নিজেদের সর্বস্বান্ত করছেন। অথচ নিষ্ঠুর বাস্তবতা হলো, এত ত্যাগের পরেও বিয়ের পর অতি তুচ্ছ কারণে, কিংবা পিতৃতান্ত্রিক শ্বশুরকুলের আধিপত্যবাদী মনপসন্দ আচরণের সামান্য ব্যতিক্রম হলেই সেই মেয়েটিকে অচিরেই 'অযোগ্য' বা 'সংসার ভাঙানি' তকমা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রকৃত সত্য এই যে, বছরে মাত্র একটি দিন পঞ্চব্যঞ্জন রেঁধে জামাইকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করা বা দামি উপহার দিয়ে তোয়াজ করার চেয়ে, বছরের বাকি ৩৬৪ দিন একটি পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল ও সমমর্যাদার সম্পর্ক বজায় রাখা অনেক বেশি জরুরি। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষাগুলো প্রমাণ করে, যেসব পরিবারে লৌকিকতার বাহ্যিক আড়ম্বরের চেয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া, মানসিক স্বস্তি এবং মেয়ে ও জামাই উভয়কে সমমর্যাদার মানুষ হিসেবে দেখা হয়, সেখানে দাম্পত্যের স্থায়িত্ব এবং গভীরতা অনেক বেশি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আজও কন্যাসন্তানের মা-বাবার অবচেতনে এক চিরন্তন নিরাপত্তাহীনতা ও সামাজিক ভীতি কাজ করে। মেয়েকে আইনি, অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে স্বাবলম্বী এবং স্বাধীনচেতা করে গড়ে তোলার চেয়ে আজও সমাজ বিয়ের মাধ্যমেই নারীর ভাগ্য ও সামাজিক পরিচয় নির্ধারণের প্রাচীন সনাতনী ধারণায় আবদ্ধ। আর এই মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই পাত্রপক্ষের একাংশের মনে সুপ্ত থাকা যৌতুকের লোভ ও শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার তীব্র হয়ে ওঠে। একদিন জামাইকে রাজকীয় আসনে বসিয়ে বাকি দিনগুলোতে নিজের কন্যাসন্তানকে পরোক্ষ নির্যাতন, অবহেলা কিংবা মানসিক অবসাদের শিকার হতে দেখা কোনো সুস্থ ও প্রগতিশীল সমাজের লক্ষণ হতে পারে না।

তাই বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে জামাইষষ্ঠীর মতো লৌকিক আচারগুলোকে স্রেফ একটি আন্তরিক পারিবারিক মিলনমেলা এবং পারস্পরিক স্নেহ বিনিময়ের মঞ্চ হিসেবেই রাখা উচিত। এর মধ্য থেকে দেখনদারি, বাণিজ্যিকীকরণ, বিপুল খরচের বোঝা এবং পিতৃতান্ত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের সামন্ততান্ত্রিক অহংকারকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। একদিনের লোকদেখানো রাজকীয় সম্পর্কের চেয়ে প্রতিদিনের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমমর্যাদা এবং সুস্থ পারিবারিক বন্ধনই হোক আধুনিক প্রগতিশীল সমাজের আসল ভিত্তিপ্রস্তর।

আয়োজক মেক্সিকোর নকআউট নিশ্চিত, কাতারকে হারাল কানাডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফিফা বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে আয়োজক দেশগুলোর দাপট আরও একবার চোখে পড়ল ফুটবলপ্রেমীদের। একদিকে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয়ে প্রথম দল হিসেবে নকআউট পর্বে জায়গা নিশ্চিত করল আয়োজক মেক্সিকো। অন্যদিকে গত বিশ্বকাপের আয়োজক কাতারকে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিল কানাডা। একই দিনে বড় জয় পেয়েছে সুইজারল্যান্ডও।

গ্রুপের শীর্ষস্থান দখলের লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিল মেক্সিকো এবং দক্ষিণ কোরিয়া। প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়ায় দুই দলই শুরুতে খুব বেশি ঝুঁকি নিতে চায়নি। ফলে ম্যাচের প্রথমার্ধে আক্রমণাত্মক ফুটবলের বদলে দেখা যায় সতর্ক ও হিসেবি লড়াই। ঘরের মাঠে সমর্থকদের উৎসাহে মেক্সিকো শুরুটা কিছুটা ভালো করলেও গোলের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারেনি।

প্রথমার্ধে মেক্সিকো কয়েকটি আক্রমণ গড়ে তুললেও অধিকাংশ শটই লক্ষ্যে ছিল না। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া ছোট ছোট পাসে খেলা গড়ে তুলে মেক্সিকোর রক্ষণ ভাঙার চেষ্টা করে। মাঝমাঠে বলের দখল ধরে রেখে সুযোগ তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছিল কোরিয়ানরা। পরে তারা কৌশল বদলে নিজেদের অর্ধ থেকে খেলা তৈরি করে মেক্সিকোর ডিফেন্ডারদের সামনে টেনে আনার চেষ্টা করে, যাতে দ্রুত লং পাসে আক্রমণে ওঠা যায়। কিন্তু মেক্সিকোর সংগঠিত রক্ষণভাগের সামনে সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। ফলে প্রথম ৪৫ মিনিট গোলশূন্যভাবেই শেষ হয়।

বিরতির পর ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার মাত্র পাঁচ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় মেক্সিকো। একটি ভাসানো বল ধরতে গিয়ে গোলরক্ষক কিম সেউং-গিউ গুরুতর ভুল করেন। বল হাতে নিয়েও মাটিতে পড়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারান তিনি। সেই সুযোগে সামনে থাকা লুইস রোমো বল জালে পাঠিয়ে দলকে এগিয়ে দেন। গোল হজম করার পর দক্ষিণ কোরিয়া সমতায় ফেরার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালালেও মেক্সিকোর রক্ষণ ভাঙতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ১-০ ব্যবধানের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে স্বাগতিকরা। টানা দুই ম্যাচে পূর্ণ তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় রাউন্ডে জায়গা নিশ্চিত করে নেয় মেক্সিকো।

অন্য ম্যাচে কানাডা যেন গোল উৎসবেই মেতে ওঠে। কাতারের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে উত্তর আমেরিকার দলটি। ম্যাচের এক পর্যায়ে কাতার দুই খেলোয়াড় হারিয়ে নয় জনে নেমে এলে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে যায় তাদের জন্য। সেই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগায় কানাডা।

দলের সবচেয়ে বড় তারকা হয়ে ওঠেন জোনাথন ডেভিড। দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করে তিনি একাই কাতারের রক্ষণকে তছনছ করে দেন। তাঁর পাশাপাশি গোল করেন কাইল লারিন এবং নাথান সালিবা। কানাডার ষষ্ঠ গোলটি আসে কাতারের ডিফেন্ডার মহম্মদ মানাইয়ের আত্মঘাতী গোল থেকে। ৬-০ ব্যবধানের এই জয় শুধু তিন পয়েন্টই এনে দেয়নি, টুর্নামেন্টে কানাডার শক্তির বার্তাও পৌঁছে দিয়েছে।

দিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে ৪-১ গোলে পরাজিত করেছে সুইজারল্যান্ড। ম্যাচের নায়ক জোহান মানজাম্বি জোড়া গোল করেন। এছাড়া দলের হয়ে গোলের খাতা খোলেন রুবেন ভার্গাস এবং অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার গ্রানাইট জাকা। বসনিয়ার হয়ে একমাত্র সান্ত্বনার গোলটি করেন এরমিন মাহমিচ।

গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচগুলোর পর চিত্র ক্রমশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। মেক্সিকো ইতিমধ্যেই নকআউটের টিকিট নিশ্চিত করেছে, কানাডা নিজেদের অন্যতম শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে তুলে ধরেছে, আর সুইজারল্যান্ডও বড় জয় পেয়ে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। বিশ্বকাপের উত্তাপ এখন আরও বাড়তে শুরু করেছে।

শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি, চেকিয়ার বিরুদ্ধে ড্র দক্ষিণ আফ্রিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে গ্রুপ 'এ'-এর ম্যাচে চেকিয়ার প্রথমে পিছিয়ে পড়েও দুর্দান্ত লড়াই করে কামব্যাক করল দক্ষিণ আফ্রিকা। খেলার একদম শেষ মুহূর্তে, ম্যাচ শেষ হওয়ার ঠিক সাত মিনিট আগে পেনাল্টি থেকে গোল করে চেক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ১-১ ব্যবধানে ড্র করল তারা। এই ড্রয়ের ফলে টুর্নামেন্ট থেকে দ্রুত ছিটকে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচল প্রোটিয়ারা। পাবেল সুলচের হ্যান্ডবলের কারণে পেনাল্টি পেয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সফল স্পট-কিক নেন তেবোহো মকোয়েনা। ম্যাচের শুরুটা অবশ্য অন্যরকম ছিল। ষষ্ঠ মিনিটেই এগিয়ে যায় চেক দল। ডান প্রান্ত থেকে অ্যাডাম হ্লোজেকের ক্রস দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আলেকজানডার সোজকা বল বাড়িয়ে দেন মিশাল সাদিলকের দিকে। ঠাণ্ডা মাথায় বল দক্ষিণ আফ্রিকার গোলরক্ষক রনউয়েন উইলিয়ামসের গা ঘেঁষে জালে জড়িয়ে দেন সাদিলক। খেলার প্রথম মিনিটেই চেকিয়ার তারকা ফরোয়ার্ড প্যাট্রিক শিক গোল করার একটি সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন, তাঁর নেওয়া হেডারটি পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে চলে যায়। ১-০

ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান বাড়ানোর আরও কিছু সুযোগ পেয়েছিল চেক দল, কিন্তু ভ্লাদিমির দারিদা ও লুকাস কার্ভের শট গোলের রূপ নিতে পারেনি। অন্যদিকে উইলিয়ামস দারুণ কিছু সেভ করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ম্যাচে টিকিয়ে রাখেন। এনএফএল-এর আটলান্টা ফ্যালকনসের এই আধুনিক ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্টেডিয়ামে প্রচুর আসন খালি থাকলেও, উপস্থিত দর্শকরা দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষেই চিৎকার করছিলেন। ম্যাচের ৮৩ মিনিটে থাপেলো মাসেকের একটি শট চেক ডিফেন্ডার পাভেল সুলচের হাতে লাগলে রেফারি টোরি পেনসো পেনাল্টির বাঁশি বাজান। রেফারি টোরি পেনসো সহ এই ম্যাচের দায়িত্বে ছিল একটি সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত অফিসিয়াল দল। স্পট-কিক থেকে মকোয়েনা গোল করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমতায় ফেরান, যা বিগত ১৬ বছরে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গোল। প্রথম ম্যাচে পরাজিত হওয়ার পর এই ড্রয়ের ফলে উভয় দলই একটি করে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পেল। তারা বর্তমানে গ্রুপ 'এ'-এর যৌথ শীর্ষস্থানে থাকা মেক্সিকো এবং দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে। পরবর্তী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা মুখোমুখি হবে দক্ষিণ কোরিয়ার। অন্যদিকে চেকিয়াকে মেক্সিকোর এস্তাদিও আসতেকাতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। ম্যাচ শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ হুগো ব্রুস তাঁর দলের লড়াকু মানসিকতার প্রশংসা করে বলেন, ক্ষুদ্রদক্ষিণ কোরিয়াকে হারানো কঠিন হবে, তবে আমরা যদি এই একই মানসিকতা নিয়ে খেলি, নকআউট পর্বে যাওয়া সম্ভব।ক্ষ্ম চেকিয়ার কোচ মিরোস্লাভ কাউবেকও তাঁর খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে সন্তোষ প্রকাশ করে জানান, ছেলেরা মাঠে তাদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছে।

সুপার সাব মানজাম্বির জোড়া গোলে জিতল সুইৎজারল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ম্যাচের বেশিরভাগ সময় গোলশূন্য লড়াই চললেও শেষ পনেরো মিনিটে যেন ঝড় বইয়ে দিল সুইৎজারল্যান্ড। বদলি হিসেবে নেমে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ম্যাচের রং বদলে দেন ২০ বছর বয়সী জোহান মানজাম্বি। তাঁর জোড়া গোলের সুবাদে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষে উঠে গেল সুইসরা।

প্রথমার্ধে সুইৎজারল্যান্ড বলের দখল বেশি রাখলেও গোলের সামনে কার্যকর হতে পারেনি। বসনিয়ার রক্ষণ ভাঙতে গিয়ে একাধিক সুযোগ নষ্ট করেন ড্যান এনডোয়ে। কখনও তাঁর শট সাইডনেটে লাগে, আবার কখনও সতীর্থের ক্রস থেকে সঠিক সংযোগ করতে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে বসনিয়াও পাল্টা আক্রমণে বিপজ্জনক হয়ে ওঠার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এনডোয়ের অসাধারণ বাইসাইকেল কিক গোল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছিল, কিন্তু বসনিয়ার গোলরক্ষক নিকোলা ভাসিল তা কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন। ম্যাচ তখনও সমানে সমান।

তবে ম্যাচের মোড় ঘুরে যায় ৭০ মিনিটের পর। বসনিয়ার ডিফেন্ডার তারিক মুহারেমোভিচ সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। ব্রিল এমবোলোকে এককভাবে গোলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় ফাউল করায় রেফারি তাঁকে বহিষ্কার করেন। ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার পর থেকেই চাপ বাড়াতে থাকে সুইৎজারল্যান্ড।

এর ঠিক কয়েক মিনিট পরই মাঠে নামেন মানজাম্বি। আর নামার মাত্র ২ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডের মধ্যেই নিজের চতুর্থ বল স্পর্শে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। পেনাল্টি বক্সের মধ্যে একটি নকডাউন বল প্রথমবারেই ভলিতে জালে জড়িয়ে দেন তরুণ ফরোয়ার্ড। গোলের পর সুইসদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়।

এরপর রুবিন ভার্গাস দুর্দান্ত কার্লিং শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। ম্যাচ তখন কার্যত সুইৎজারল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণে। শেষ মুহূর্তে আবারও আলোচনায় আসেন মানজাম্বি। ভার্গাসের পাস থেকে কাছ থেকে বল জালে পাঠিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।

যোগ করা সময়ে সুইৎজারল্যান্ড আরও একটি গোল পায়। জিব্রিল সোকে বক্সের মধ্যে ফাউল করায় পেনাল্টি দেওয়া হয়। অধিনায়ক গ্রানিত জাকা স্পট-কিক থেকে কোনও ভুল না করে স্কোরলাইন ৪-০ করেন।

যদিও ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে বসনিয়ার হয়ে একটি সান্ত্বনার গোল শোধ করেন এরমিন মাহমিচ। কর্নার থেকে ভেসে আসা বল দুর্দান্ত ভলিতে জালে জড়িয়ে তিনি ব্যবধান কিছুটা কমান। তবে তাতে পরাজয়ের তিক্ততা কমেনি।

ম্যাচের সেরা পারফরমার মানজাম্বি পরে জানান, এটি তাঁর ফুটবল জীবনের অন্যতম সেরা মুহূর্ত। ছোটবেলায় তিনি আসলে গোলকিপার হতে চেয়েছিলেন এবং জার্মান কিংবদন্তি ম্যানুয়েল নয়ার ও সুইস গোলরক্ষক ইয়ান সোমার ছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণা। কিন্তু পরিবারের পরামর্শে পরে আক্রমণভাগে খেলতে শুরু করেন।

সুইৎজারল্যান্ডের কোচ মুরাত ইয়াকিনও তরুণ তারকার প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। তাঁর মতে, মানজাম্বি এমন একজন ফুটবলার যিনি যেকোনও মুহূর্তে প্রতিপক্ষকে চমকে দিতে পারেন। রাস্তায় ফুটবল খেলে বড় হওয়া এই তরুণের মধ্যে সৃজনশীলতা, গতি এবং গোল করার সহজাত ক্ষমতা রয়েছে।

এই জয়ের ফলে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে উঠে গেল সুইৎজারল্যান্ড। অন্যদিকে মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে তলানিতে রইল বসোনিয়া।